# বিশুদ্ধবাক্যামৃত

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের নিকট লিখিত
পরমারাধ্যপাদ শ্রীশ্রী৺বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবেরপত্রাবলী

[ বিনা মূল্যে একমাত্র শ্রীগুরুদেবের
অন্তরঙ্গ শিষ্য, শিষ্যা বা ভক্তকে
প্রার্থনা অনুসারে দেওয়া হইবে ]

যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব

( শেষ ছবি )

# শুদ্ধি পত্র

| | পৃঃ | পঙ্‌ক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|
| * | ২ ( ভূমিকা ) | ৫ | অন্তঃস্তলে | অন্তস্তলে |
| | ২ ( „ ) | ১৯ | অংশ ) | অংশ )। |
| | ৩ ( „ ) | ৬ | তোমার' | তোমার'। |
| | ৩ ( „ ) | ১৭ | অবসম্ভাবী | অবশ্যম্ভাবী |
| | ৪ ( „ ) | ১১ | তুদৈব | তুর্দৈব |
| * | ১ ( প্রকাশকের নিবেদন ) | ৫ | স্বযত্নে | সযত্নে |
| | ২ ( „ ) | ৭ | কুসুমকুমারী | কুসুমকামিনী |
| | ৩ (মূল পুস্তিকা) | ১ | নমোনারায়ণম | নমোনারায়ণায় |
| | ৫ ( „ ) | ৫ | শুভাশিষং | শুভাশিষাং |
| | ৫ ( „ ) | ১৩ | মস্ | ? |
| | ১৫ ( „ ) | ১৮ | হইবে। পরে | হইতে পারে। |
| | ২৭ ( „ ) | Foot Note | ২৩শে এপ্রিল ১৯১৯ | ২০শে জুলাই ১৯২০ |
| | ৩০ ( „ ) | ১৩ | জানাইব | জানাইবে |
| | ৩২ ( „ ) | ১৬ | আশ্রম | আশ্রমে |

# শুদ্ধি পত্র

| পৃঃ | পঙ্‌ক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৭১ | ২ | ১৩/১০/১১ | ৩১/১০/১১ |
| ৭৭ | ১ | তাহার | তাহা |
| ৯০ | ১৩ | দ্বৈতাদ্বৈত | দ্বৈতাদ্বৈত |
| ৯২ | ৯ | গতি | গণপতি |
| ৯২ | ১৬ | অন্তদৃষ্টি | অন্তর্দৃষ্টি |
| ৯৫ | ১৭ | থুব | ধূপ |
| ৯৬ | ১১ | ইচ্ছারাখিলে | লক্ষ্য রাখিলে |
| ১০০ | ১৫ | হৃদয়েকোষে | হৃদয়কোষে |
| ১০৮ | Foot Note | ৩১শে মে ১৯২০ | ৩১শে মে ১৯২৯ |
| ১১৯ পরিশিষ্ট | ,, ২, ৩ পঙ্‌ক্তি | কুসুমকুমারী | কুসুমকামিনী |

* সূচনা :— এই পুস্তিকার ভূমিকাতে ও প্রকাশকের নিবেদনে ভুলবশতঃ পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হয় নাই। শুদ্ধি পত্রে তাহা যথাবৎ মানিয়া লইয়া অঙ্ক বসান হইল।

# বিশুদ্ধবাক্যামৃত

( মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের নিকট লিখিত পরমারাধ্যপাদ শ্রীশ্রী৺বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের পত্রাবলী )

মহামহোপাধ্যায় পদ্মবিভূষণ
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্।
সম্পাদিত
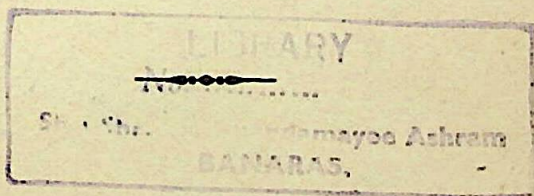
'বিশুদ্ধানন্দ কানন' আশ্রম
মালদহিয়া ৺কাশীধাম।
সন ১৩৭০ সাল
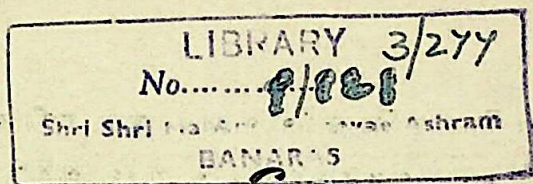
# ভূমিকা

স্নেহভাজন গুরুভ্রাতা ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত সনত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, আমাকে লিখিত ও আমার নিকট সযত্নে সংরক্ষিত পরমারাধ্যপাদ গুরুদেব শ্রীশ্রী৺বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের কতকগুলি পত্র, "বিশুদ্ধবাক্যামৃত" নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহাতে যে তাঁহার সকল পত্রই আছে তাহা বলিতে পারি না। কারণ পরপর ভিন্ন ভিন্ন বাসাবাড়ীর পরিবর্ত্তনের ফলে, অজ্ঞাতসারে, কয়েকখানা পত্র অবশ্য হারাইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে অধিকাংশ পত্রই যে ইহাতে আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রায় সবগুলি পত্রই তাঁহার স্বহস্ত লিখিত। আমি ১৯১৮ সালের ২১শে জানুয়ারী তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে এই পত্রাবলীর সূচনা জানিতে হইবে। আমি তখন ছিলাম কাশীধামে—প্রথমে পিশাচমোচনে এক বাগান বাড়ীতে, তাহার পর ভিক্টোরিয়া পার্কের উত্তর ফটকের বহিঃস্থ পরিমল বাস নামক বাড়ীতে, তাহার পর অল্প দিনের জন্য খোদাই চৌকির এক বাড়ীতে ও মিশির পোকরার দুই বাড়ীতে, তাহার পর ৪১নং কালিয়া গলিতে, ৬৫নং সর্ব্বমঙ্গলা লেনে ও ৪নং ধ্রুবেশ্বরে। পরিমল বাসে ছিলাল প্রায় ৪ বৎসর, সর্ব্বমঙ্গলা লেনে প্রায় ৮ বৎসর, ও ধ্রুবেশ্বরে প্রায় ৪ বৎসর। ধ্রুবেশ্বরে অবস্থানের কালেই শ্রীশ্রী৺গুরুদেবের

প্রচেষ্টায় ২নং সিগরাতে নিজগৃহ নির্ম্মাণ হয়। তখন আমি রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করি ও তাহার কিছুদিন পরেই শ্রীশ্রী৺গুরুদেব ও দৈহিক লীলা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

বলাবাহুল্য তাঁহার স্বহস্তে লিখিত এই পত্রগুলি আমার নিকট অমূল্য সম্পৎ স্বরূপ। এইগুলি হৃদয়ের অন্তঃস্তলে গোপনে ধারণ করিয়া পূজা করিবার বস্তু, বাহিরে প্রকাশ করিবার বিষয় নহে। কিন্তু কালের জগতে সবই নষ্ট হইয়া যায়। এইগুলিও জীর্ণ হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে কোন দিন লুপ্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে কিন্তু প্রাণের একান্ত ইচ্ছা যে তাঁহার স্মৃতিচিহ্নগুলি যেন অযত্নে লুপ্ত না হইয়া যায়। তাই প্রতিলিপি করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

এই ক্ষুদ্র ও মলিন আধারটিকে, কি জানি কেন, তিনি নিজবলে নিজের নিকট টানিয়া নিয়াছিলেন এবং পরে আশ্রিত নিজজন রূপেই চরণে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার কি আন্তরিক সম্বন্ধ, তাহা আমি বলিতে পারি না। তিনি নিজেই একদিন তাহা আভাস রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন—"মধু ও মিষ্টতা যেরূপ একত্র জড়িত সেইরূপ তোমায় আমায় কিছু প্রভেদ নাই। কার্য্য করিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবে"। ( ১৩২৯ সালের ১৪ই বৈশাখ লিখিত পত্রের অংশ ) তাই একমাত্র ভরসা—আমি ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহারই তো আশ্রিত, এবং তাঁহারই স্বাংশ। তিনি আমাকে নিজের সহিত অভিন্ন করিয়া নিলেও আমি তাঁহারই আশ্রিত ইহাও সত্য। তিনি নিজেই

বলিয়াছেন—"বালক প্রথমেও বালক, পরেও বালক, সমান। মধ্যে কেবল দ্বন্দ্ব।" (২রা আশ্বিন ১৩৩৯ লিখিত পত্র)।

মহাজনের প্রদর্শিত প্রণালীতে আমারও আকাঙ্ক্ষা হয় যে, যখন তাঁহার মহাকৃপায় তাঁহাতে আমাতে সর্ব্বপ্রকার ভেদ কাটিয়া যাইবে তখনও যেন আমি বলিতে পারি 'আমি তুমি হইয়াও নিত্যই তোমার'

তিনি দৈহিক লীলার সময়েও বস্তুতঃ আমার নিকট কি ছিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না। তিনি একাধারে আমার মাতা পিতা ছিলেন, গুরুদেব বন্ধু ও সখা ছিলেন, এক কথায়-তিনি আমার সর্ব্বস্ব ছিলেন, কারণ তিনিই আমার আত্মা। আমি সর্ব্বভাবেই তাঁহার সহিত জড়িত আবার ভাবরাজ্যের ঊর্দ্ধে পূর্ণ অহংরূপে আমি তিনি এক—তিনিই আমি, আমিই তিনি। তিনি ত আমাকে পৃথক্ ফেলিয়া রাখিবার জন্য আকর্ষণ করেন নাই।

আজ মনে হয় যে বাহ্য দীক্ষা দানের পূর্ব্বেই তিনি আমাকে ধরিয়াছিলেন। ধরিয়া নিজের নিকট টানিয়া নিয়াছিলেন। ইহার অনেক প্রমাণ আছে। মলের বিপাক কাল পূর্ণ হইলে গুরুশক্তির অবতরণ ধ্রুবসম্ভাবী, কালনাশিনী শক্তি কালরাজ্যকে ভাঙ্গিয়া অখণ্ড গুরুশক্তির আত্মপ্রসারণে সহায়তা করে।

এই সব পত্রে এমন অনেক উপদেশ আছে যাহা হইতে সকলেরই কল্যাণ সাধন হইতে পারে। পক্ষান্তরে এইগুলিতে কিছু জাগতিক বিষয়ও নিবদ্ধ আছে। কাশীর 'বিশুদ্ধানন্দ কুটীর' নামক পুরাতন আশ্রমের স্থাপনের কিঞ্চিত্ পরবর্ত্তী সময় হইতে মালদহিয়াস্থিত বর্ত্তমান 'বিশুদ্ধানন্দ কানন' নামক নূতন আশ্রমের প্রারম্ভাদিক্রমে সকল অবস্থারই একটা ক্রমবদ্ধ সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই সব পত্রে লক্ষিত হইবে।

আরও একটী বিষয় এই পত্রগুলি হইতে জানিতে পারা যাইবে। ইহা বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার তীব্র ব্যাকুলতা। তিনি দেহে থাকা কালে বিজ্ঞান মন্দির পূর্ণ করিবার অনুমতি পাইবেন এরূপ আশা করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের দুর্দৈববশতঃ অনুমতি পান নাই। ইহাতে তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার সময় তখনও হইয়াছিল না। বিশ্ব কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন আবশ্যক। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রীর স্থাপন আবশ্যক। ৺নবমুণ্ডী মহাসনের প্রতিষ্ঠা তাহারই পূর্ব্বাঙ্গ বলিয়া আমি বিবেচনা করি।

এই ক্ষুদ্র লেখককে তিনি কোন্ মহালক্ষ্যের দিকে টানিয়া লইতেছেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই পত্রাবলী হইতে পাওয়া যায়। ক্রিয়ার মধ্য দিয়া মহাজ্ঞানের সাহায্যে পরাভক্তির উন্মেষের ফলে, যে প্রেমের উদয় হয় তাহারই প্রভাবে, পরমাদ্বৈতের আস্বাদন হয়।

ইহাই মহালক্ষ্য। এই পথে চলিতে গেলে জগৎ প্রসবিনী প্রত্যক্ষ মায়ের সাহায্য আবশ্যক, যাঁহার প্রভাবে ব্রহ্মাতীত "মহাভাব"রূপা মাকে স্পর্শ করিতে সামর্থ্য জন্মে। জ্ঞানের পরিপূর্ণ অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যময়, অখণ্ড অদ্বৈত সত্তায় সব পর্য্যবসিত হয়।

২/এ সিগরা, বারাণসী
মহালয়া, বৃহস্পতিবার
৩০শে আশ্বিন ১৩৭০
ইং ১৭-১০-১৯৬৩

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
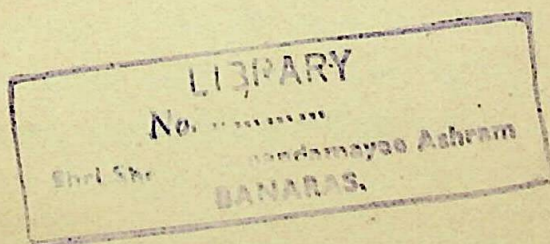
প্রকাশক :—
শ্রীসনত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম
সি, ২১/২ মালদহিয়া
বারাণসী।

মুদ্রক :—
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
রাজগ্রাউণ্ড, ঝরিয়া
( ধানবাদ )

# প্রকাশকের নিবেদন

পরমপূজনীয় গুরুভ্রাতা মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট লিখিত পরমারাধ্যপাদ শ্রীশ্রী৺গুরুদেবের অমূল্য পত্রাবলী প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হওয়ায় বহু ধর্ম্মার্থী উপকৃত হইবেন।

দাদা এই পত্রগুলি এতকাল গুপ্তরত্নের ন্যায় স্বযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে এইগুলি তাঁহার প্রতি শ্রীগুরুর স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শনরূপ স্মৃতি চিহ্ন। তাই ইহাদের মুদ্রণের আদৌ ইচ্ছা তাঁহার ছিল না কিন্তু আমার মনে হয় ইহা ভাবের দিক দিয়া খুব স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইলেও অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে মুদ্রণের সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না। কারণ কাল প্রভাবে এই জীর্ণ পত্রগুলি আরও জীর্ণ হইয়া লুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। তাই আমার বিশেষ অনুরোধে দাদা মুদ্রণের জন্য সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তবে প্রকাশন সম্বন্ধে তাঁহার নির্দেশ এই যে, ইহা বিনা মূল্যে শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্য, শিষ্যা বা ভক্তকে তাহার প্রার্থনা অনুসারে দেওয়া চলিতে পারে।

পত্রগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করা হইল। 'ক' এই বিভাগে শ্রীশ্রী৺গুরুদেবের লিখিত পোষ্টকার্ডের পত্রগুলি সন্নিবিষ্ট করা হইল। শ্রীশ্রী৺গুরুদেবের লিখিত খামের পত্রগুলি 'খ' অংশের মধ্যে দেখা হইল।

পরিশিষ্টের চারিখানি পত্রের মধ্যে প্রথম পত্র স্বর্গীয় গুরুভ্রাতা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূজনীয় দাদাকে লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পত্রখানি পরমারাধ্যপাদ শ্রীশ্রী৺গুরুদেব স্বর্গীয় গুরুভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার দীক্ষার পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন। তৃতীয় পত্রখানি স্বর্গীয় গুরুভ্রাতা সুরেনদাদার দীক্ষার পর তাঁহার স্বর্গীয়া স্ত্রী শতদল বাসিনীকে লিখিয়াছিলেন। চতুর্থ পত্রখানি গুরুভগ্নী শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবীকে (পূজনীয় দাদার ধর্ম্মপত্নী) লিখিয়াছিলেন। ২য়, ৩য়, ৪র্থ এই তিনখানি পত্র শ্রীশ্রী৺গুরুদেবের স্বহস্তে লিখিত।

পত্রগুলি তারিখ অনুযায়ী ঠিকভাবে সন্নিবেশ করা সম্ভব হইল না। প্রতি পত্রেই তারিখ দেওয়া আছে। আশা করি পাঠক, পাঠিকা পত্রগুলির তারিখ দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন।

বিনীত—

*ব্রহ্মচারী শ্রী সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।*

# বিশুদ্ধবাক্যামৃত

( মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের নিকট লিখিত পরমারাধ্যপাদ শ্রীশ্রী৺বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের পত্রাবলী )

ওঁ তৎসৎ

৩৩/১০/১০
গুমো
জেঃ মানভূম

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। আমরা নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছি। এখান হইতে যে পত্র দেওয়া হইতেছে বিশুদ্ধানন্দ কানন বেনারস ক্যান্টন্‌মেণ্ট বলিয়া সমস্ত চিঠি পুনরায় ফেরত আসিতেছে আমার নিকট তাহার কারণ কি। কুমারডুবি হইতে রেলওয়ে (দ্বারা) বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য শ্রীমান কামাক্ষ্যা বাবাজীবনের নামে রসিদ পাঠান হইয়াছে। কামাক্ষ্যা বাবাজীবন কি আশ্রমে নাই? শ্রীমান গণপতি বাবাজীবনও আশ্রমে নাই কি? তবে সমস্ত পত্র ফেরৎ আইসে কেন? ষ্টেশনে যাইয়া নলগুলির তদন্ত করিয়া আশ্রমে লইয়া যাইবে ও ছিদ্রে লাগাইবার চেষ্টা করিবে। পোষ্টাফিসে চিঠি কোথায় যাইবে না দেখিয়া বোধ হয় আমার চিঠি বলিয়া ফেরত দিতেছে ইহারও তদন্ত করিবে। সকলে কেমন আছে; নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে।

---

(প্রাপ্ত ২৫শে জানুয়ারী ১৯২৭)

প্রাণাধিক শ্রীমান গোপীনাথ কবিরাজ বাবাজীবন দীর্ঘজীবেষু
65 Sarbamangala Lane
Bara Deo, Benaras City.

ওঁ তৎসৎ

২০৭ রূপনারায়ণ নন্দন লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা
১৫ই আশ্বিন

চিরায়ু,

বাবাজীবন, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার আনন্দ। বৎস যেদিকে যেভাবে চাই সে দিকেই আনন্দ। জানি না এ খেলা কার। আমার না আর কাহার। অবিদ্যাজনিত আত্মবোধ কারণে উত্তম বস্তুকে সর্ব্বদাই অধম বলিয়া মনে হয়। তাতেও তো নিরাশার কিছু দেখিনা। জানিনা এ দেখার কারণ কি। যাহা হোক আমরা এখান হইতে ১৮ই আশ্বিন মঙ্গলবার বেনারস্ এক্সপ্রেসে রওনা হইব। সঙ্গে বোধ হয় ৩০/৩৫ জন যাইতে পারে। সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে এবং জানিবে। চিন্তার কোন কারণ নাই।

---

( প্রাপ্ত ২রা অক্টোবর ১৯৩২ )

Sriman Gopinath Kaviraj
65 Sarbamangala Lane
Bara Deo, Benaras City.

নমোনারায়ণম্

বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম
গ্রাম বণ্ডুল
পোঃ আঃ ভাণ্ডারডিহি
জেঃ বৰ্দ্ধমান
সন ১৩৩৯, ২৮শে অগ্রহায়ণ

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, পরম মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। কয়েকদিন তোমার পত্র পাই নাই। সকলে কেমন আছ শ্রীমতী বধূমাতা ও শ্রীমান মাখন কেমন আছে; শ্রীমান সতীশ, মুকুন্দ প্রভৃতি সকল বাবাজীবন কেমন আছে। বড় দিনের সময় কখন আসিবে। আর কেহ আসিবে কিনা তাহা লিখিবে। কলিকাতা প্রভৃতি হইতে অনেকেই আসিবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। এখানে এখন জলবায়ু ভাল। শ্রীশ্রী৺ভোলানাথেশ্বর হরহরির স্নানজল খাইয়া সকলেই সুস্থ আছে ও হইয়াছে। আমি ভাল আছি। অন্যান্য সমস্ত শুভ। তোমার শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৩ )
৬৫ সর্ব্বমঙ্গলা লেন, বড় দেও, বেনারস

ওঁ তৎসৎ ১৩২৫, ৬ই চৈত্র, গুমো
পোঃ আঃ গুমো
জিৎপুর, জেঃ মানভূম

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ু,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। অদ্য পত্র পাইয়া সকল সমাচার বিস্তারিত অবগত হইয়া সন্তোষ হইলাম। আমরা ফাল্গুন মাহায় ধানবাদ হইয়া এখানে আসিয়াছি। এ স্থান ভাল। চারিদিকে পাহাড়। পরেশনাথের জলবায়ু ভাল। একটী শিষ্যের রাজপুরী। এই মাহার শেষ কিম্বা বৈশাখ মাহার দোসরা লাং যাওয়া হইবে। তোমার ছুটী হইলে উক্ত স্থানে যাইবার চেষ্টা করিবে। শ্রীমান কেদার বাবাজীবন এখন কোথায় আছে জানিনা, পরে লিখিব। শ্রীমান রাধিকা, ভূষণ প্রভৃতি সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। ঝালিদা, পুরী হইয়া যাইবার ইচ্ছা আছে।

---

( প্রাপ্ত ২০শে মার্চ্চ ১৯১৯ )

প্রাণাধিক শ্রীমান গোপীনাথ কবিরাজ বাবাজীবন্ নিরাপদ দীর্ঘজীবেষু
পরিমল বাস নর্থ গেট, ভিক্টোরিয়া পার্ক, বেনারস্

ওঁ তৎসৎ ৩০/১/২৬

বিশুদ্ধানন্দ ধাম, পুরী

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট—পত্র পাইয়া সকল সমাচার বিস্তারিত অবগত হইলাম। জ্ঞানগঞ্জের পত্রে অনেক বিষয় ভাল, অনেক বিষয় আমার উপর মিষ্ট ভর্ৎসনা। সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। বিবাহ সম্বন্ধে ছেলে না দেখিলে ঠিক হয় না। কুষ্ঠী প্রভৃতির মিল কিছুই নয়। যদি পাত্র সকলকার মনমত হয় তাহা হইলে সে কার্য্যের কোন বিঘ্ন হয় না। সকলে কেমন আছে, নিজে কেমন আছ। শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা কেমন আছে। শ্রীমান রাধিকা, সতীশ, হরিমোহন, সুরেন—মস্ ? ভূষণ, অন্নদা, রামময় প্রভৃতি সকল বাবাজীবনরা কেমন? ···সহমাতারা কেমন আছে সমস্ত লিখিবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। কোন বিষয় চিন্তা করিবে না। আমরা সকলে ভাল আছি। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। গরম কেমন পড়িয়াছে।

---

( প্রাপ্ত ১২ই মে ১৯২৩ )

প্রাণাধিক শ্রীমান্ গোপীনাথ কবিরাজ বাবাজীবন নিরাপদ দীর্ঘজীবেষু

৪১ নং কালিয়া গলি

রাণী অমৃতসুন্দরীর বাড়ী, বেনারস সিটি

ওঁ তৎসৎ ৩০/১/১২

বিশুদ্ধানন্দ ধাম, পুরী

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। জয়পুর হইতে যে লোক কয়েকটী আসিয়াছিল খুব ভদ্র ও অতি সরল। ২/৩ দিন আমার সহিত দেখা করিয়াছিল। সকলে কেমন আছে ও আছ, বাড়ীর সকলে কেমন আছে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। পশ্চিম হইতে পত্র আসিয়াছে। অনেক বিষয় লিখিয়াছেন। শেষ লিখিয়াছেন যেই পত্র দিউক উপরে দেব দেবীর নাম ও সম্পূর্ণ নাম না লিখিলে কোন পত্রের উত্তর দিবে না সকলকে বলিয়া দিবে। কখন নাগাত আসা হইবে। অন্যান্য······তোমাদের শুভ সংবাদ দিবে। পত্র লেখার পর এইমাত্র পত্র পাইলাম। শ্রীমান রাধিকা বাবাজীবন কোন পত্র দেয় নাই। শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবনের পত্রে সংবাদ পাইয়াছিলাম।

---

( প্রাপ্ত ২৭শে এপ্রিল ১৯২৩ )

প্রাণাধিক শ্রীমান গোপীনাথ কবিরাজ বাবাজীবন দীর্ঘজীবেষু—

৬৩ নং মিশ্রি পোকরা, বেনারস সিটি

ওঁ তৎসৎ

ঝালিদা আশ্রম
১৬ই মাঘ ১৩২৯

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। আমি ঝালিদার আশ্রমে আসিয়াছি। ২/৩ দিন পরে ধানবাদ ফিরিয়া যাইব এবং তথা হইতে ২৬শে ২৭শে লাগাত বর্দ্ধমান যাবার সম্ভব। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে। শিবরাত্রির সময়ে আসিলে সাক্ষাতে সমস্ত কথা হইবে। নচেৎ পত্র দ্বারা জানাইবে। এখানেও বেশ শীত আছে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ জানাইয়া সন্তোষ করিবে। আশ্রমের কার্য্য কতদূর হইল লিখিবে।

ইতি

---

( প্রাপ্ত ১১ই জানুয়ারী ১৯২৩ )
৬৩ মিসরী পোকরা
বেনারস

ওঁ তৎসৎ

১৩৩৩, ১৫ই ভাদ্র
ভবানিপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। আমি বর্দ্ধমান আশ্রমে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে আসিয়া তোমার পত্র পাইলাম। পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। শ্রীমতী বধূমাতা কেমন আছে? সর্দ্দির অবস্থা কেমন? পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল কিনা। জ্ঞানগঞ্জের ঔষধ নাই। শীঘ্র আসিবার আশা আছে। সর্দ্দি থাকিলে কর্পূর সহ তুলসী পাতা দিয়া কানিতে বাঁধিয়া সর্ব্বদাই আঘ্রাণ লইলে উপকার হইবে। আমরা ৫ই আশ্বিন যাইবার জন্য ঠিক করিতেছি। কি হবে মঙ্গলময়ী জানেন। সকলে কেমন আছে, নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে।

---

(প্রাপ্ত ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯২৬)

Sriman Gopinath Kaviraj
65 Sarbamangala Lane
Bara Deo, Banares City

ওঁ তৎসৎ ৩৩/৪/২৪

অশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ভবানীপুর

চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, পরম মঙ্গলময়ী তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। বৎস! এক মহাশক্তি যখন সাকার নিরাকার উভয় তত্ত্বে স্থিতি করিতেছেন তখন স্থূলতত্ত্বের শক্তিকে পরিমিত ও বিকার কলুষিত বলিয়া ব্যাখ্যা করা বোধ হয় নির্ব্বোধের কার্য্য। সাক্ষাত মহাশক্তির ইচ্ছার উচ্ছ্বাস মায়াশক্তি, তাহাও পরিমিত স্থূলে নিবদ্ধ নয়। তদ্ধেতু - পার্থিব পদার্থ সকলও মায়ার উপাদানের লীলা সমস্তই ত' তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কি করিতে পারে। তাঁর প্রতি যে যত লক্ষ্য রাখিবে সে তত নির্ম্মল আনন্দ পাইবেই পাইবে। শ্রীমতী বধূমাতা সুস্থ হওয়ায় সন্তোষ হইলাম। পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া যাইবে। সকলে কেমন আছে, নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। শ্রীমান গণপতি, গিরিধারি, নরেন্দ্র, রাধিকা, মুকুন্দ, ভূষণ, ছাতু প্রভৃতি সকল বাবাজীরা কেমন আছে সমস্ত লিখিবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। ঠাণ্ডা হইয়াছে কিনা তাত' লেখ নাই? অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনা য়।

---

( প্রাপ্ত ১০ই আগষ্ট ১৯২৬ )

Sriman Gopinath Kaviraj
65 Sarbamangla Lane
Bara Deo, Banares

ওঁ তৎসৎ ১৩৩৩

১ শুভ আশ্বিন

ভবানিপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ু,

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া দুঃখিত হইলাম। প্রতি পত্রের উত্তর দিই না পাইবার কারণ কি? সমস্তই লঙ্ঘন হইয়া থাকে ঠিক ভাবে কার্য্য করিতে পারিলে। আমার যদি বিজ্ঞান মন্দিরের ঠিক থাকিত তাহা হইলে বধূমাতার পীড়া কেমন দেখিতাম। তাহার উপর পরমারাধ্য গুরুদেবের কঠিন নিয়মে হস্তিগলের গ্রীবাবন্ধক রজ্জুর ন্যায় জর্জ্জরীভূত—শক্তি থাকিতেও একেবারে অক্ষম। পুনঃ পুনঃ পশ্চিমে সংবাদ দিতেছি উত্তর নাই। ঔষধও পাঠান নাই। আবার লিখিয়াছি। বধূমাতা কেমন আছে? ডাক্তার কি ব্যারাম বলিতেছেন? সকলে কেমন আছে, নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমান গিরিধারী বাবাজীবনের পত্র পাইলাম। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। আমাদের কাশীধাম যাইবার এখনও ঠিক হয় নাই হইলে সংবাদ দিব। দুর্গাকান্ত বাবাজী বাড়ী গিয়াছে।

---

(প্রাপ্ত ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬)

Sriman Gopinath Kaviraj
65 Sarbamangla Lane
Bara Deo, Banares

ওঁ তৎসৎ ১৩৩৩

১২ আশ্বিন

ভবানিপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ু,

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। মধ্যে পত্র দিয়াছি বোধ হয় পাইয়াছ। শ্রীমতী বধূমাতা কেমন আছে—তোমরা সকলে কেমন আছ? শ্রীমান সতীশ বাবাজীবন কেমন আছে? সকল বাবাজীবনকে ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। আমরা ২৪ আশ্বিন সোমবার এখান হইতে ডেরাডুন এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া ২৫ আশ্বিন মঙ্গলবার বেলা ৯/৪ মিঃ বেনারস ক্যান্টন-মেণ্ট ষ্টেশনে যাইব। সকল বাবাজীবনদিগকে বলিবে। আমরা পনের জন আন্দাজ যাইব বরং বেশী হইতে পারে, পরে সংবাদ দিব। শ্রীমান সুরেন্দ্র, গিরিধারী প্রভৃতি বাবাজীবনকে বলিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

(প্রাপ্ত ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬)

Sriman Gopinath Kaviraj

Principal Queen's College,

65, Sarbamangala Lane

Bara Deo, Banares City

ওঁ তৎসৎ

৩১/৬/৮
বিশুদ্ধাশ্রম, বর্দ্ধমান

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইয়াছি। আমরা ১৭ই আশ্বিন ভবানীপুর হইতে রওনা হইবার ইচ্ছা আছে—তোমাদের নিকট যাইবার জন্য। সঠিক সংবাদ ভবানীপুরে যাইয়া লিখিব। আমি এখান হইতে ১০ই আশ্বিন ভবানীপুরে যাইব। সকলে কেমন আছ। শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা সকলে কেমন আছে। শ্রীমান বাবাজীবন সকলে ও মাতারা সকলে কেমন আছে, নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ২৯।শ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ )
Principal Victoria College, Banares.

ওঁ তৎসৎ

২৯/৪/২৪
বিশুদ্ধানন্দ ধাম
পুরী

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সকল সমাচার বিস্তারিত অবগত হইলাম। শ্রীমতী বধূমাতা সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ায় সন্তোষ হইলাম। সকলে কেমন আছ। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। আমরা ২৬ শ্রাবণ শুক্রবার এখান হইতে রওনা হইয়া ২৭শে কলিকাতা যাইব। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। বধূমাতার কোন চিকিৎসা না করিলেও সারিয়া যাইবে।

---

(প্রাপ্ত ১২ই আগষ্ট, ১৯২২)

প্রাণাধিক শ্রীমান গোপীনাথ কবিরাজ নিরাপদ্ দীর্ঘজীবেষু
১৫৫ নং হাউস কাট্‌রা, খোদাই চৌকি
বেনারস

ওঁ তৎসৎ

২৯/৩/২৮
পুরী

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। বর্ষা এবার কেমন? ঠাণ্ডা পড়িয়াছে কিনা? সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা সকলে কেমন আছে? এখানে ঘর সমাধা না হওয়ার কারণ তাঁহাদের আসা হইল না। আসিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। এতদিনে ঘর সমাধা হইয়াছে।— কিন্তু নূতন ছাদে বেশ জল পড়িতেছে। নূতন আশ্রমের অবস্থা কেমন? অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ১৪ই জুলাই, ১৯২২ )

প্রাণাধিক শ্রীমান গোপীনাথ কবিরাজ বাবাজীবন নিরাপদ্ দীর্ঘজীবেষু

পরিমল বাস নর্থ গেট

ভিক্টোরিয়া পার্ক, বেনারস

ওঁ তৎসৎ

২৬/৮/২
পুরী

অশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময় করুন এই আমার ইষ্ট। পত্রে সমস্ত অবগত হইয়াছি। কোন বিষয়ে চিন্তার কারণ দেখিনা। আনন্দময়ের রাজ্যে দুঃখের জিনিষ থাকিতে পারে না। বাবা আর একটু অগ্রসর হও, সমস্ত বুঝিতে পারিবে। তুমিই আবার কত লোকের কত ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারিবে। ঔষধ পাঠাইব। আমায় শীঘ্র সমস্ত বিষয়ে অনুমতি দিব বলিয়াছেন। যদি না দেন তবে ঔষধ পাঠাইব। অনুমতি দেন ত' ঔষধের প্রয়োজন হইবে না। ইচ্ছা করিলেই সারিয়া যাইবে। সকলে কেমন আছ। শ্রীমতী বধূমাতা ও ছেলেরা কেমন আছে। সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। মাঘ মাহার শেষ যাইবার ইচ্ছা আছে বর্দ্ধমান। বড়দিনে বোধ হয় একবার কলিকাতায় যাওয়া হইবে। পরে ঠিক নাই।

---

( প্রাপ্ত ২১শে নভেম্বর ১৯১৯ )

প্রাণাধিক শ্রীমান গোপীনাথ কবিরাজ বাবাজীবন নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু

পরিমল বাস

নর্থ ভিক্টোরিয়া পার্ক, বেনারস সিটি

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম,
গ্রাম বণ্ডুল,
পোঃ ভাণ্ডারডিহি,
জেলা বর্দ্ধমান।
সন ১৩৩৯, ২৬শে পোষ

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, পরম মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। প্রেরিত ফটো যে মেয়ের পাঠাইয়াছ তাহা পাইলাম। মেয়ে মন্দ নয়—মেল মধ্যম রকমে হয়। খুব ভাল হয় না। বিবাহ দিতে পারা যায়। সকলে কেমন আছ। শ্রীমতী বধূমাতা কেমন আছে, নিজে কেমন আছ, শ্রীমান শোভারাম, সতীশ প্রভৃতি বাবাজীরা কেমন আছে সমস্ত লিখিবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। এখানে খুব শীত হইয়াছে। কাশীতেও বোধ হয় খুব শীত পড়িয়াছে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের (শুভ সংবাদ) প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ১১ই জানুয়ারী ১৯৩৩ )

Sriman Gopinath Kaviraj
65, Sarbamangala Lane
Bara Deo, Banares City, U. P.

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধাশ্রম, বৰ্দ্ধমান।
পোষ্ট ঐ
জেলা ঐ
তাং ১৬ই চৈত্র ১৩২৪

অশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইলাম। আমি এখন বর্দ্ধমান আশ্রমেই আছি। বৈশাখ মাসের ১৮/২০শে নাং কলিকাতা যাইব। কলিকাতা হইতে পুরী যাইব। পুরী হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ৺কাশীধামে তোমাদের নিকট যাইব। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। কার্য্য ঠিক ভাবে করিয়া যাইবে। পরমানন্দ পাইবে। বাড়ীর সকলে কে কেমন আছে, শ্রীমতী বধূমাতা ও ছেলেরা কেমন আছে? অন্যান্য শুভ ৲ তোমাদের শুভ সংবাদ লিখিবে। অন্যান্য বাবাজীবন-দিগকে আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে।

---

( প্রাপ্ত ৩১শে মার্চ্চ ১৯১৮ )

Sriman Gopinath Kaviraj
Govt. Sanskrit College
Saraswati Bhaban, Beneras.

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ ধাম
৺পুরী
তাং ৩০ আশ্বিন ১৩২৬

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, পরম মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। কোন বিষয়ে চিন্তার কারণ নাই। মঙ্গলময়ের কৃপায় কোন বিষয়ে অমঙ্গলের কারণ দেখি না। আলোয় কখনও অন্ধকার থাকিতে পারে না। ঠিক ভাবে কার্য্য করিয়া যাও। কোন বিষয়ে অশান্তি থাকিবে না। আমার যাওয়ার এবার ঠিক নাই। যদি যাই পূর্ব্বে সংবাদ দিব। এ জায়গা ভাল তবে আশ্বিন মাস বেশ গরম মধ্যে মধ্যে হয়, ভোরে ঠাণ্ডা। সকলে কেমন আছ, বাড়ীর সকলে কেমন আছে সমস্ত লিখিবে। সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে।

---

( প্রাপ্ত ১৯শে অক্টোবর ১৯১৯ )

প্রাণাধিক শ্রীমান গোপীনাথ কবিরাজ বাবাজীবন নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু
পরিমল বাস নর্থ গেট, ভিক্টোরিয়া পার্ক, বেনারস্

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধাশ্রম—বর্দ্ধমান
তাং ৮ পৌষ ১৩২৫

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইয়াছি। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। ঠিক ভাবে কার্য্য করিয়া যাইবে। খুব শান্তি পাইবে। কোন বিষয়ের অভাব থাকিবে না। সকলে কেমন আছ। শ্রীমান শরৎ ও পাঁচু বাবাজীবন ও অন্যান্য সকল বাবাজীরা কেমন আছে। তোমরা কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে ও জানাইবে। এই ঠিকানায় পত্র দিবে। ৭ নং কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর—কলিকাতা।

---

( প্রাপ্ত ২৪শে ডিসেম্বর ১৯১৮ )

Sreeman Gopinath Kabiraj
Professor Queen's College
Parimalbus North Gate,
Victoria Park, Beneras.

ওঁ তৎসৎ　　**Jannavi Nilay**
**(Rangpur Raj Bagan Bari)**
**P.o. Ariadah,**
**Dt. 24 Parganas**

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। আমরা পুরী যাইবার মনস্থ করিয়া কলিকাতা আসিয়া এইখানে আটক পড়িয়াছি। শীঘ্রই পুরী যাইবার ইচ্ছা আছে। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমান গিরীন্দ্র বাবাজীবন কেমন আছে? কখন কলিকাতায় আসিবে লিখিবে। যেখানে আছি এ স্থানটী ভাল। গঙ্গার উপরে। খুব বড় বাড়ী।

---

পত্রে গুরুদেবের স্বহস্ত লিখিত তাং ছিলনা। ডাকঘরের ছাপ হইতে দেখা গেল ইহা ২২শে এপ্রিল ১৯২০ পোষ্ট হইয়াছে ও পরিমল বাস ঠিকানায় আমার নিকট ২৪শে এপ্রিল পৌঁছাইয়াছিল।

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ ধাম, পুরী
তাং ১৩২৬

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সকল সমাচার বিস্তারিত অবগত হইয়া সন্তোষ হইয়াছি। চিন্তা কি? ক্রমে ক্রমে সমস্ত বুঝিতে পারিবে। আশ্বিন মাহার পূজাবাদে কাশীধাম যাইবার ইচ্ছা আছে। সকলে কেমন আছ, বাড়ীর সকলে কেমন আছেন ও আছে, শ্রীমতী বধূমাতা কেমন আছে সমস্ত লিখিবে। অন্যান্য সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবনের পত্র পাইয়াছি। কেমন আছে লিখিবে।

---

পত্রের তারিখ নাই। পুরী হইতে ২৯শে আগষ্ট ১৯১৯ পত্র পোষ্ট করা হইয়াছিল। ১লা সেপ্টেম্বর পরিমল বাসের ঠিকানায় আসে।

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দধাম, পুরী
তাং ২৬শে শ্রাবণ ১৩২৬

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের সকল বিষয়ে মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সন্তোষ হইলাম। তোমাদের নিকট যাবার এখনও ঠিক হয় নাই। পরে সমস্ত লিখিব। এখানে জলবায়ু খুব হইতেছে। এখানে গরম কম হয়। যদি হয় ৪/৫ ঘণ্টার মধ্যে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সকলে কেমন আছ? বাড়ীর সকলে কেমন আছেন ও আছে? সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। পুরীর স্বাস্থ্য মন্দ নয়। ভাল। আমরা ৫ জন আছি। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে। বেনারসের ব্যারাম ও জলের অবস্থা কিরূপ?

---

প্রাপ্ত ১৩ই আগষ্ট ১৯১৯
পরিমল বাস

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ ধাম, পুরী
৫ই আষাঢ়, ১৩২৬

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। চিন্তা করিবে না। চিন্তার কারণ দেখিনা। সকলে কেমন আছ? শ্রীমতী বধূমাতা, বালক বালিকা সকলে কেমন আছে। অন্যান্য বাবাজীবন সকল কেমন আছে? সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। এখানকার সমস্ত শুভ। সকলে বেশ আছে। শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবনের পত্র পাইলাম। তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে।

---

( প্রাপ্ত ২২শে জুন ১৯১৯ )
পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

২৬/৯/২৭
পুরী

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। বৎস, কোন বিষয়ে চিন্তার কারণ দেখি না তাঁর রাজ্যে সর্ব্বদাই আনন্দ। ৺শিবরাত্রি এবারে বর্দ্ধমানে হইবে। উক্ত সময়ে সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। শিবরাত্রি বাদ ধানবাদ হইয়া গয়া যাইবার ইচ্ছা আছে। জানিনা তাঁহার ইচ্ছা কি হইবে? শ্রীমান মুকুন্দলাল বাবাজীবনকে ক্রিয়া ঠিক ভাবে করিতে বলিবে। তাহা হইলে সমস্ত সারিয়া যাইবে। জ্ঞানগঞ্জের সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাই। সকলে কেমন আছ। শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবন কেমন আছে? সমস্ত বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। বাড়ীর সকলের ছেলেদের সংবাদ সমস্ত লিখিবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। আমরা সকলে বেশ আছি।

---

পুরী হইতে প্রেরিত—১২ই মার্চ, ১৯২০
পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

৭ নং কুণ্ডু রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা
৩০/৬/২৭

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, পরম মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। আমরা আগামী ২রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্রি ৮॥০ টার সময় পাঞ্জাব মেলে এখান হইতে কাশীধাম যাত্রা করিব। ৩রা মহাষ্টমীর দিন বেলা ৯ টার সময় মোগলসরাই পেঁাছাইব। সমস্ত বাবাজীবন-দিগকে সংবাদ দিবে। অন্যান্য শুভ।

ইতি

---

( প্রাপ্ত ১৯ অক্টোবর, ১৯২০ )
পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

১৩২৫
বিশুদ্ধানন্দ ধাম, পুরী

আশীর্ব্বাদক, শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। আমরা নির্বিঘ্নে এখানে আসিয়াছি। এখানে গরম কিছু জানা যায় না। আশ্রম ষ্টেশনের নিকট। সকলে কেমন আছ। শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবন প্রভৃতি সকলে কেমন আছে? তুমি কেমন আছ। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে। সুবিধামত আসিবে।

---

চিঠিতে তারিখ দেওয়া নাই। ইহা পুরী হইতে ২১শে এপ্রিল ১৯১৯ প্রেরিত হইয়াছে। ২৩শে এপ্রিল পরিমল বাসের ঠিকানায় আসে।

নমোনারায়ণায়

৺পুরী, বিশুদ্ধানন্দধাম
সন ১৩২৭, ৮ই শ্রাবণ

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। প্রেরিত রসিদ পত্র ও আম পাইয়াছি। আম সমস্ত পচিয়া গিয়াছিল পাঠানর দোষে। যেরূপ পাঠান হইয়াছিল বাতাস না যাওয়ায়। পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। আশ্বিন মাহায় তোমাদের নিকট যাইবার ইচ্ছা আছে। ওখান হইতে চিত্রকুট যাইব। পুনরায় বেনারস আসিব। পরে সমস্ত লিখিব। সকলে কেমন আছে? সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে।

---

( প্রাপ্ত ২৩শে এপ্রিল, ১৯১৯ )

পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

২৭/৬/১১
পুরী

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। আমরা এখান হইতে ২০শে আশ্বিন বুধবার রওনা হইয়া ২১শে আশ্বিন কলিকাতা যাইব। ওখান হইতে ৺কাশীধামে তোমাদের নিকট যাইব। সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। ৺কাশীধামের নূতন কাজ সমস্ত সমাধান হইল কি না সংবাদ লইবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে।

---

(প্রাপ্ত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২০) —
প্রাণাধিক শ্রীমান গোপীনাথ কবিরাজ বাবাজীবন নিরাপদ্দীর্ঘ্যজীবেষু
পরিমল বাস, নর্থ গেট্, ভিক্টোরিয়া পার্ক
বেনারস সিটী

নমোনারায়ণায়

৺পুরী, বিশুদ্ধানন্দধাম
সন ১৩২৭, তাং ১৫ই আষাঢ়

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্রে সমস্ত অবগত হইয়া সন্তোষ হইলাম। কদাচ কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। ঠিক ভাবে কার্য্য করিয়া যাইবে। স্ফটিক এখন পাওয়া যাইবে না। বড় যেরূপ মূল্যে লইবে সেইরূপ পাওয়া যাইবে। এবার আশ্বিন মাহায় কাশীধাম হইয়া চিত্রকূট যাইবার মনস্থ করিয়াছি। অনেকেই যাইবে। সেই সময় সাক্ষাৎ হইবে। সকলে কেমন আছ। শ্রীমতী বধূমাতা ও ছেলেরা কেমন আছে। সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে।

---

(প্রাপ্ত ১লা জুলাই, ১৯২০)

পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

১৩২৫/২৭ আষাঢ়
বৰ্দ্ধমান, বিশুদ্ধাশ্রম

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। আগামী ৩১শে, আষাঢ় বৰ্দ্ধমান হইতে রওনা হইয়া ধানবাদ যাইব। ওখান হইতে ২ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার রাত্রে রওনা হইয়া ৩ শ্রাবণ শুক্রবার তোমাদের নিকট যাইব। সঙ্গে ৪/৫ জন থাকিবে। আশ্রমে খাইবার জোগার করিতে শ্রীমান রাধিকা প্রসাদ বাপুলী বাবাজীবনকে লিখিয়াছি। ............................................................ সঠিক সংবাদ দিব। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইব।

---

(প্রাপ্ত ১২ই জুলাই ১৯১৮)

Babu Gopinath Kaviraj
Parimalbas, North Victoria Park
Benares City

ওঁ তৎসৎ

১৩২৫/১৭ মাঘ
বণ্ডুল আশ্রম

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সকল সমাচার বিস্তারিত অবগত হইয়া সন্তোষ হইলাম। বণ্ডুলে আছি। এই মাহার শেষ বর্দ্ধমান আশ্রমে যাইব। এখানে মাতার সঙ্গে ২ আরও ৩ জন যাইয়াছে। সকলের শ্রাদ্ধকর্ম্ম শেষ হইয়াছে। মঙ্গলময়ীর কৃপায় যাহা হয় তাহাতে পরম মঙ্গল আছেই আছে। চিন্তার কারণ দেখিনা। পূর্ব্ব হইতেই পরীক্ষার জন্য পরমারাধ্য পূজ্যপাদ গুরুদেব কিছু আভাস দিয়াছিলেন। সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে।

---

(প্রাপ্ত. ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯)
পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

১৩৩২/১ শুভ আশ্বিন

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, পরম মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। আমরা ৭ আশ্বিন বুধবার বোম্বাই মেলে এখান হইতে রওনা হইয়া ৮ই আশ্বিন বৃহস্পতি-বার প্রাতে রেলের ৭/১৪ মিঃ মোগলসরাই যাইব ওখান হইতে রেলের ৮/১০ মিঃ যে গাড়ি কাশী যায় সেই গাড়িতে যদি একটী কামরা সেকেণ্ট কিংবা ইণ্টার রিজার্ভ করিতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। আমরা সেকেণ্ট ক্লাসে ৭ জন যাইব। টিকিট ক্যাণ্টনমেণ্ট পর্য্যন্ত করিব। এ বিষয় চেষ্টা করিলেই হইতে পারিবে। শ্রীমান ভূষণ, মুকুন্দ, বাবাজীবনরা, নরেন্দ্র, গণপতি, যোগীন্দ্র, গোপনারায়ণ প্রভৃতি সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। আমরা মোট ১২/১৩ জন যাইতে পারি। নূতন আশ্রম যাইব।

২/ রাধিকাপ্রসাদ বাপুলী বাবাজীবনকেও লিখিলাম। সকলে কেমন আছ শ্রীমান সতীশ, সুরেন।

---

(প্রাপ্ত ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)

Sreeman Gopinath Kaviraj, M. A., I. E. S.
65, Sarbamangala Lane, Baradeo.
Benares City.

ওঁ তৎসৎ

১৩৩২/২৩ ভাদ্র
ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট! আমরা ৭ আশ্বিন এখান হইতে রওনা হইয়া ৮ই তোমাদের নিকট যাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নূতন আশ্রমেই উঠিব। অসুবিধা হইলে ৺শিবপ্রতিষ্ঠা বাদ পুরাতন আশ্রমে যাইতে পারি। ১৬ই আশ্বিন ৺শিবপ্রতিষ্ঠার দিন পশ্চিম হইতে স্থির করিয়া দিয়াছেন। সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। সকলে কেমন আছ, নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। পরে পত্র লিখিব।

---

(প্রাপ্ত ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)

Sreeman Gopinath Kaviraj
65, Sarbamangala Lane,
Baradeo, Benares City.

ওঁ তৎসৎ

১৩৩২/১৬ ভাদ্র
ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক, শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। শ্রীমতী খুকীর শুভ বিবাহ সমাধান হওয়ায় আনন্দিত হইলাম। সুখে থাকুক এই মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা। সকলে কেমন আছ, শ্রীমতী বধূমাতা কেমন আছে, নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। আমি পূজার পূর্ব্বেই যাইব। এই মাসে বোধ হয় শ্রীমান দুর্গাকান্ত বাবাজীবন যাইতে পারে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমান গণপতি বাবাজীবন কেমন কার্য্য করিতেছে। এবার নূতন আশ্রমে যাইয়া উঠিব। ১৬ই আশ্বিন শুক্রবার ৺শিব-প্রতিষ্ঠার দিন পশ্চিম হইতে করিয়া দিয়াছেন। নূতন আশ্রমে যদি অসুবিধা হয় তাহা হইলে আবার পুরাতন আশ্রমে যাওয়া হইবে। দুইটী জায়গা পরিষ্কার রাখিলেই হইবে। শ্রীমান সুরেন্দ্র, সতীশ, রাজারাম, রাধিকা, নরেন্দ্র, মুকুন্দ, গোপনারায়ণ প্রভৃতি বাবাজীবন-দিগকে সংবাদ দিবে। কোন বিষয় চিন্তা করিবে না। আমার শরীর ভাল আছে, কোন অসুখ নাই।

---

(প্রাপ্ত ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)

৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন

ওঁ তৎসৎ

৩২/৩/২৩, ভবানীপুর
৭নং কুণ্ডু রোড্

চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি পুরী আসিবার পূর্ব্বে যে পেটের অসুখ হইয়াছিল বোধ হয় সেই কথা বলিয়াছ। সকলে কেমন আছ। শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা সকলে কেমন আছে? তোমার কন্যার বিবাহ সংবাদে সন্তোষ হইলাম। চিন্তা করিবে না। তাঁহার কৃপায় শুভ হইবে। শ্রীমান স্নুরেন্দ্র, স্নুরেন, সতীশ, প্রভৃতি সকল বাবাজীবনরা কেমন আছে? চুরীর টাকা পাওয়া যাইল কি না? চোর জানা ছিল কি না? শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবন যাহা পাঠাইয়াছে তাহা আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। রসিদ দিয়া দরখাস্ত দিয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা হইবে। ভূষণ কেমন আছে, অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। বর্দ্ধমানে যাইবার ইচ্ছা আছে। ঠিক হয় নাই।

---

( প্রাপ্ত ৮ই জুলাই, ১৯২৫ )

৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন

ওঁ তৎসৎ

৩১/১১/২০
ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। তোমার প্রেরিত টেলিগ্রাম ও পত্র পাইলাম। পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। কোন বিষয় চিন্তার কারণ নাই। সমস্ত তাঁর ইচ্ছা ও কৃপা। তাঁর উপর নির্ভর করিলে আবার চিন্তা কি বাবা? আশীর্ব্বাদ করি সকল বিষয়ে ক্রিয়ার দ্বারা পরমানন্দ ভোগ কর। তোমার মাতা কেমন আছেন? শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা সকলে কেমন আছে? নিজে কেমন আছ? সকল বাবাজীবনরা কেমন আছে সমস্ত লিখিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। তোমার প্রেরিত ও শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবনের প্রেরিত দ্রব্যাদি পাইয়াছি। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে।

---

( প্রাপ্ত ৫ই মার্চ, ১৯২৫ )

৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন
বড়দেব, বেনারস

ওঁ তৎসৎ

৩১/৬/১৩
ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। আমরা ১৮ই আশ্বিন শনিবার বম্বেমেলে এখান হইতে রওনা হইয়া তোমাদের নিকট যাইব। সকল বাবাজীবনদিগকে বলিবে। সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। সঙ্গে ৮ জন যাইবে। যাইবার কালীন যদি ২/১ জন হয় বলা যায় না। ঠিক নাই। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবনকে বলিবে মোগলসরাই আসিয়া দেখা করিবে। বিজ্ঞান যন্ত্র থাকিবে। সাবধানে লইয়া যাইতে হইবে।

---

( প্রাপ্ত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ )

Queen's College, Benares.

ওঁ তৎসৎ

২৯/৫/১৬

বিশুদ্ধাশ্রম, বর্দ্ধমান

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইয়াছি। যাইবার সময় পরমারাধ্য দাদাগুরুদেবের পত্র লইয়া যাইব। সকলে কেমন আছ? শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা সকলে কেমন আছে? সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। আমরা যাইবার পূর্ব্বে সংবাদ দিব। আমরা পূজার পূর্ব্বেই তোমাদের নিকট যাইব। এখান হইতে ভবানীপুর এই মাহার শেষ যাইবার ইচ্ছা আছে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

(প্রাপ্ত ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২২)

সরস্বতী ভবন, সংস্কৃত কলেজ

নমোনারায়ণায়

পুরী, বিশুদ্ধানন্দ ধাম
১৩৩০/২/১১

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। অদ্য ফটো পাইলাম। ফটোর যেরূপ দেখিলাম তাহাতে তত ভাল হয় না। সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। যখন আসিবে তখন ফটোখানি লইয়া যাইবে। সকলে কেমন আছ। সমস্ত লিখিবে। কখন লাগাত আসা হইবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ২৭শে মে, ১৯২৩ )
৪, কালিয়া গলি।

ওঁ তৎসৎ

২৯/৪/২

বিশুদ্ধানন্দ ধাম, পুরী

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইয়া সন্তোষ হইলাম। কোন বিষয় চিন্তা করিবে না। এখানে এখন বেশ ঠাণ্ডা। এরূপ সেখানে এখন সম্ভব নয়। জল বন্ধ হইলেই গরম হইবে। শীঘ্র যাইবার জন্য চেষ্টা করিব। সকলে কেমন আছ। শ্রীমতী বধূমাতা বালক বালিকা সকলে কেমন আছে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমান ভূষণ বাবাজীর পত্র পাইয়াছি, অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ২০শে জুলাই, ১৯২২ )

পরিমল বাস

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ ধাম, পুরী
তাং ২রা শ্রাবণ, ১৩২৬

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। কোন বিষয়ে চিন্তিত হইবে না, চিন্তার কারণ নাই। বোধ হয় আশ্বিন মাসে যাইব। এখানে গরম জনিত কোন কষ্টই অনুভব করা যায় না। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ তক ৪/৫ দিন ৫ ঘণ্টা গরম বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কাশীতে জল বন্ধ হইলেই গরম হইবে। সকলে কেমন আছ। সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। ক্রিয়া করিয়া যাও, ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই। আমরা সকলে বেশ ভাল আছি। তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে। শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবন কেমন আছে।

---

(প্রাপ্ত ২০শে জুলাই, ১৯১৯)

পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

৭নং কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর
৩০শে চৈত্র

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। আমরা ২রা বৈশাখ এখান হইতে রওনা হইয়া পুরী যাইব। শ্রীমান সুরেন্দ্র বাবাজীবনের কোন খবর পাইয়াছ কিনা লিখিবে। সকলে কেমন আছ। শ্রীমতী মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ দিবে। এবং কখন পুরী যাওয়া হইবে লিখিবে।

---

(প্রাপ্ত ১৬ই এপ্রিল, ১৯২২)
পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

২৮/১২/৭

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের কল্যাণ করুন এই আমার ইষ্ট। শ্রীমতী বধূমাতার মালা ও যন্ত্র পাঠাইলাম। প্রাপ্ত সংবাদ দিবে। মালা একবার গায়ত্রী জপ ১০৮ করিয়া দিবে। সকলে কেমন আছ। সকল বাবাজীবনকে ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। আমি এই মাহার ১৭ই চৈত্র সন্ধ্যায় এখান হইতে বাঁকুড়া ও অযোধ্যা হইয়া কলিকাতা যাইব। চৈত্র মাহার শেষ করিয়া বৈশাখ মাহার ২রা নাগাত পুরী আশ্রম যাইব।

---

( প্রাপ্ত ২২শে এপ্রিল, ১৯২২ )

( ঝালদা হইতে লিখিত )

পরিমল বাস

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ ধাম, ৺পুরী
সন ১৩২৯ তাং ১৫ই বৈশাখ

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়া সন্তোষ হইলাম। শ্রীমান ভিক্ষু ও ক্ষেত্র বাবাজীবনরা বোধ হয় যাইয়াছে। কার্য্যের কতদূর হইল। সকলে কেমন আছ। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। আমরা এখানে ভাল আছি। গরমজনিত কোন কষ্ট নাই। শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবন কেমন আছে। মহাশঙ্খ বটিকা যেন লইয়া আসিবে। এখানে অনেক গরীব লোক বড়ই কাতর ভাবে বলে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

(প্রাপ্ত ১লা মে, ১৯২২)
পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

২৯/১/২৬
বিশুদ্ধানন্দ ধাম, পুরী

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইয়াছি। ভাড়া বাড়ীর জন্য অনেক চেষ্টা শ্রীমান শ্রীশ বাবাজীবন করিয়া পাইল না। এসময়ে এখানে বাড়ী পাওয়া যায় না। তবে ভিতরে যে বাড়ী আছে তাহাতে থাকা যায় না। বসন্ত প্রভৃতি অনেক বীজ আছে। সকলে কেমন আছ, শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা কেমন আছে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবনের উপর নূতন আশ্রমের ভার দেওয়া হইয়াছে। উত্তম হইয়াছে, কারণ তাহার বাসা হইতে খুব নিকট। কোন বিষয় চিন্তা করিবে না। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ১২ই মে, ১৯২২ )
পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। কোনও বিষয়ে চিন্তা করিবে না। চিন্তার কোন কারণ নাই। ক্রিয়া ঠিক ভাবে করিয়া যাও, শীঘ্রই সমস্ত বুঝিতে পারিবে। পশ্চিম হইতে পত্র আসিয়াছে। সকলকে দীক্ষার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। পরে সমস্ত লিখিব। আমি আগামীকল্য ১৬ই ফাল্গুন এখান হইতে ৭নং কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর যাইব। ঐ খানে ৪/৫ দিন থাকিয়া মানভূম জেলার ঝালিদা আশ্রমে যাইব। ঐখানে এবার ২৯শে ফাল্গুন জন্মোৎসব হইবে। তোমরা সকলে কেমন আছ, শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা সকলে কেমন আছে? সকল বাবাজীবনদিগকে ও মাতা-দিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

ইতি ১৩২৮/১৫ই ফাল্গুন

---

বর্দ্ধমান হইতে পোষ্ট করা হয় ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ ও প্রাপ্ত ১লা মার্চ্চ, ১৯২২

ওঁ তৎসৎ

২৬/৯/৪
পুরী

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। কোন বিষয়ে চিন্তার কারণ দেখি না। তাঁর রাজ্যে অশুভ বলিয়া কোন জিনিষ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বড় দিনে কলিকাতায় যাইব না। এইখানেই থাকিব। সুবিধা বোধ করিলে আসিতে পার। সকলে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। এখানে বেশী গরম নাই ঠাণ্ডাও নাই। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে।

---

( প্রাপ্ত ২২ ডিসেম্বর, ১৯১৯ )
পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

২৮/৬/১৫
ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। আমরা আগামী ২১শে আশ্বিন শুক্রবার ষষ্ঠীর দিন রাত্রি ৮টায় এখান হইতে রওনা হইয়া বেলা ৯৷৷০ টায় মোগলসরাই যাইব। ওখান হইতে ক্যাণ্টন্-মেণ্ট ষ্টেশনে ১০/২৪ যাইব। আশ্রম পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। আমার রুটী ও দুগ্ধ সামান্য জোগার করিয়া রাখার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হইবে। সঙ্গেও সকলে যাইবে। শ্রীমান রাধিকা বাবাজীবনকেও পত্র দিলাম। শ্রীমান সতীশ, ভূষণ প্রভৃতি বাবাজীবনকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে।

---

( প্রাপ্ত ২রা অক্টোবর, ১৯২১ )
পরিমল বাস

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ ধাম, ৺পুরী
সন ১৩২৮

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইয়াছি। কোন বিষয়ে চিন্তার কারণ নাই, সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। শ্রীমান কেদার বাবাজীবন এসেছে। ভাল আছে। তোমরা আসিলে তাহাকে আসিবার জন্য লিখিব। সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। এখানে গরম নাই। আমরা সকলে ভাল আছি। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে।

---

( প্রাপ্ত ২৬ এপ্রিল, ১৯২১ )

পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

২৬/১১/২৮
ধানবাদ

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। শীঘ্রই সমস্ত বিষয় নিজেই বুঝিতে পারিবে। যেরূপ হইতেছে তাহাতে সকল বিষয়ের উন্নতি হইবে। আমি আগামী সোমবার ২............৺গয়াধাম যাইব। ষ্টেশনের নিকটই থাকিব, রেল ক্লার্ক শ্রীমান ব্রজেন্দ্র নাথ বসুর বাড়ীতে। অন্যান্য বিষয়ে পরে সমস্ত লিখিব। সকলে কেমন আছ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে। কোন বিষয় চিন্তা করিবে না।

---

( প্রাপ্ত ১২ই মার্চ, ১৯১৯ )
পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

১৩২৫/১৮ আষাঢ়
৭নং কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমি এখানে অদ্য আসিয়াছি। এই মাহার মধ্যে তোমাদের নিকট যাইবার ইচ্ছা আছে। যাইবার পূর্ব্বে পত্র দিব। এখান হইতে বর্দ্ধমান হইয়া যাইবার ইচ্ছা। সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

(প্রাপ্ত ৩রা জুলাই, ১৯১৮)
পরিমল বাস

ওঁ তৎসৎ

১৩৩৫/৩ বৈশাখ
২০নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন
ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। শ্রীমান গণপতি বাবাজীবনের বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মা ও পিতা যাহা বলিবে সেইরূপ কার্য্য করিবে। কোনরূপ মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া ভাল নয়। জগতে আনন্দে থাকিতে হইলে মায়ের আদেশ ঠিক ভাবে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সকল বিষয়েই শুভ হয়। সকলে কেমন আছ, শ্রীমতী বধূমাতা বালক বালিকা কেমন আছে। নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। খুব সাবধানে থাকিবে। আহার যাহাতে ঠিক সময়ে হয়। বলকারক দ্রব্য যাহা শীঘ্র হজম হয় তাহা খাইবে। ছুটীর সময় এখানে আসিবার চেষ্টা করিবে। বোধ হয় পুরী যাওয়া হইবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ১৭ই এপ্রিল, ১৯২৮ )
৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন।

নমোনারায়ণায়

সন ১৩৩৫ তাং ১লা শুভ আষাঢ়
২০নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী বাবাজীবন পুরী যাইবে। উত্তম। আশ্রমে আমার নিকট থাকিবে, কোন কষ্ট হইবে না। আমি বলিয়াছিলাম তাহা আমার মনে আছে। শ্রীমান শোভারাম বাবাজীবন পুরী যাইবে ভালই হইবে। দিন কতক আনন্দে যাইবে। শ্রীমান সতীশ, মুকুন্দ, ভূষণ, ছাতু প্রভৃতি সকল বাবাজীবনরা কেমন আছে। নিজে কেমন আছ। শ্রীমতী বধূমাতা ও সুধা তাহার কন্যা কেমন আছে। সমস্ত লিখিবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। এখানে খুব জল হইতেছে। আমরা ৩ আষাঢ় রবিবার এখান হইতে ৺পুরীধাম যাইব। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। পুরীর আশ্রমে পত্র দিবে।

---

(প্রাপ্ত ১৭ই জুন, ১৯২৮)

৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন

নমোনারায়ণায়

সন ১৩৩৫ তাং ৩রা আশ্বিন
২০নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত রেজিষ্ট্রী ১০০ টাকা পাইলাম। ২০ টাকা লইয়া বাকি ৮০৲ টাকা শ্রীমান জ্যোতিষ বসু—বাবাজীবনকে দিব। আমাদের যাবার এখনও ঠিক হয় নাই। যাইবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই সংবাদ পাইবে। নতুবা আহারের জোগার করিবে না। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। নিয়মাবলী আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমান জ্যোতিষ চন্দ্র বাবাজীবন বলিল শ্রীমান তুর্গাকান্ত বাবাজীবন ভাল আছে। এখানে অন্যান্য সকলে ভাল আছে। শ্রীমান শোভারামকে পরে পত্র দিব। ………প্রভৃতি বাবাজীবনরা সকলে কেমন আছে? অন্যান্য শুভ। তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনীয়।

ইতি

---

( প্রাপ্ত ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ )

৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন।

নমোনারায়ণায়

১৩৩৬, ৮ই ফাল্গুন
কলিকাতা

আশীর্ব্বাদক, শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। আমরা ১০ ফাল্গুন শনিবার এখান হইতে রওনা হইয়া ১১ই প্রাতে ৭ টা বোধ হয় বেনারস্ ক্যাণ্টন-মেণ্ট্ ষ্টেশানে পোঁছাইব। কুলী প্যাসেঞ্জারে আমাদের গাড়ী জুড়িয়া দিবে। রিজার্ভ হইয়া গিয়াছে। কুমার শ্রীমান নৃপেন্দ্র বাবাজীবন ৺শিব প্রতিষ্ঠা করিবে। তাহাদের বাসা আলাহিদা আছে। তাহারা সেইখানে যাইবে। আমরা বোধ হয় ৭/৮ জন থাকিব। সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। শ্রীমান শোভারাম বাবাজীবনকে, অন্যান্য সকল বাবাজীবনদিগকে সংবাদ দিবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে।

---

( প্রাপ্ত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০ )

৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন

ওঁ তৎসৎ

১৩৩৬, ২৩ ফাল্গুন
৭নং কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, পরম মঙ্গলময়ী জগৎপ্রসবিনী তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। আমরা সকলে নির্বিঘ্নে আসিয়াছি। সকলেই ভাল আছে। তোমরা সকলে কেমন আছ। শ্রীমতী মাতারা সকলে কেমন আছে। নিজে কেমন আছ। শ্রীমান শোভারাম, ভূষণ, সতীশ প্রভৃতি সকল বাবাজীবন কেমন আছে। শ্রীমান গণপতি বাবাজীবন কেমন আছে? জন্মোৎসবে কেহ আসিবে কি? সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। আশ্রমে মধ্যে মধ্যে যাইবে। শ্রীমান শোভারাম বাবাজীবন বোধ হয় প্রত্যহ আশ্রমে যায়। পত্র পাঠ উত্তর দিবে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ১০ই মার্চ, ১৯৩০ )

সর্ব্বমঙ্গলা লেন

ওঁ তৎসৎ

১৩৩৮/১২ ভাদ্র
ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, পরম মঙ্গলময় তোমাদের সকল বিষয়ে মঙ্গল করুন এই আমার আনন্দ। আমরা ১৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার বোম্বাই মেলে এখান হইতে রওনা হইয়া ১৬ই ভাদ্র ভোর ৬/২৭ মিঃ মোগলসরাই ষ্টেশনে যাইব। ওখান হইতে সুবিধা হইলে মটরেও অন্য সকলে বাসে যাইবার ইচ্ছা। জোগাড় হইলে সেইরূপ ব্যবস্থার চেষ্টা করিতে পারিলে ভাল হয়। শ্রীমান প্রিয়নাথ, শোভারাম, ভূষণ, প্রভৃতি সকল বাবাজীবনকে ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। আমরা ১২ জন আন্দাজ যাইব। অন্যান্য সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। শ্রীমান যোগেশ বাবাজীও যাইবে! বাহিরে যে খোলা একটি পায়খানা আছে সেটিও পরিষ্কার করাইয়া রাখিলে ভাল হয়।

---

( প্রাপ্ত ৩১শে অগষ্ট, ১৯৩১ )

৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন।

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ ভবন
৬নং কুণ্ডু রোড
ভবানীপুর, কলিকাতা
সন ১৩৪২ তাং ১৯ শ্রাবণ

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন—এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। সকল বিষয় সঙ্কাতে হইবে। চিন্তা করিবে না। শ্রীমান ননীলাল বাবাজীবনকে তোমার পত্র দিয়াছি। পাটনা হইতে কবে কোন ট্রেনে কাশী রওনা হইব সে তোমাকে সংবাদ দিবে। আগামীকল্য সোমবার বেনারস্ এক্সপ্রেসে পাটনা যাইবার জন্য রওনা হইব। সেখানে যাইলে কয়দিন থাকা হইবে তাহা স্থির করিয়া তোমাকে সংবাদ পাঠাইব। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ৫ই আগষ্ট, ১৯৩৫ )
৪, ধ্রুবেশ্বর, বেনারস।

শ্রীশ্রীদুর্গা

Kumardhubi
Manbhum Dist.
15-11-34
১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৪

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,

পরম শুভাশীষ, বাবাজীবন, পরম মঙ্গলময়ের নিকট তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন ইহাই আমার ইষ্ট। আমরা গত রাত্রিতে নিরাপদে এখানে পৌঁছিয়াছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে এবং অপর বাবাজীবনদিগকে জানাবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদে সুখী করিবে।

ইতি

---

(প্রাপ্ত ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮)
৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন।

ওঁ তৎসৎ

বালেশ্বর
৮ই ফাল্গুন, বুধবার

আশীর্ব্বাদক, শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। আমি কয়েকদিন হইল বালেশ্বর আসিয়াছি। এখান হইতে কটক গিয়াছিলাম। তথা হইতে গতকল্য মঙ্গলবার প্রত্যাগমন করিয়াছি। আগামী শনিবার কলিকাতায় যাইব এবং তথা হইতে বর্দ্ধমান হইয়া ৺শিবরাত্রির সময়ে বণ্ডুল যাইব। অন্যান্য বিষয় পরে লিখিব। ৺শিবরাত্রির সময়ে আসা হয় তবে সাক্ষাতে সমস্ত বলিব। ঠিক ভাবে কার্য্য করিয়া যাইবে পরম আনন্দ লাভ করিবে। বাটীর সকলে কে কেমন আছে, শ্রীমতী বধূমাতা কেমন আছে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদে সন্তোষ করিবে।

---

(প্রাপ্ত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮)
সরস্বতী ভবন, সংস্কৃত কলেজ।

ওঁ তৎসৎ

১৩২৫/৯ জ্যৈষ্ঠ
বিশুদ্ধাশ্রম, বৰ্দ্ধমান

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। আসিতে ইচ্ছা হইলে আসিতে পার। বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে আশ্রম খুব নিকট। ৫ মিনিটের রাস্তা। আমি কলিকাতা যাইব। যদি আসা হয় রবিবার ভোরে বর্দ্ধমান কিংবা শনিবার আসিলে একসঙ্গে কলিকাতা যাইব। আবশ্যকীয় দ্রব্য আসিয়াছে, লইয়া যাইবে। না আসা হইলে ডাকে পাঠাইব। অন্যান্য শুভ। কলিকাতার ঠিকানা ৭নং কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর।

---

( প্রাপ্ত ২৪শে মে, ১৯১৮ )

পরিমল বাস

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধাশ্রম-বর্দ্ধমান
তাং ১৬ই মাঘ, ১৩২৪

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইলাম। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। আস্তে ২ কার্য্য করিয়া যাও। বিশেষ ফল পাইবে। আগামী শনিবার কলিকাতায় যাইব ৭নং কুণ্ডু রোডে ভবানীপুরে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে।

---

(প্রাপ্ত ৩০শে জানুয়ারী, ১৯১৮)
সরস্বতী ভবন, সংস্কৃত কলেজ।

নমোনারায়ণায়

৭নং কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর
২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৯

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। শ্রীমান গিরিধারী বাবাজীবন প্রমুখাৎ তোমাদের সমস্ত সংবাদ অবগত হইলাম। যে কয়খানি গীতরত্নাবলী পুস্তিকা পাঠাইয়াছিলে তাহা সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে — সকলেই বিশেষ আগ্রহ করে আরও কিনিবার জন্য। কোনও বই শ্রীমান গিরিধারীর হাতে পাঠাও নাই কেন? যত শীঘ্র পার জন্মোৎসবের পূর্ব্বেই ৫০০ বই পাঠাইতে বিশেষ যত্ন করিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে।

ইতি

---

( প্রাপ্ত ৯ই মার্চ, ১৯৩৩ )

৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম
গ্রাম-বণ্ডুল, পোঃ ভাণ্ডারডিহি,
জেলা বর্দ্ধমান
সন ১৩৩৯ তাং ২৩শে পৌষ

চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, পরম মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। তোমার প্রেরিত দ্রব্যাদি সঠিক পাইয়া আনন্দিত হইলাম। গতকল্য ৺মাতাঠাকুরাণীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ হইয়াছে। ব্রহ্মপদ সম্বন্ধে শ্রীমান শোভারামের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল বিবেচনা কর সেইরূপ করিবে। তোমাদের সকলের কুশল সংবাদ দানে সুখী করিবে। সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিবে। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি। অত্রস্থ কুশল জানিবে। কোন বিষয় চিন্তা করিবে না। ইতি

---

(প্রাপ্ত ৯ই জানুয়ারী, ১৯৩৩)

৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন

নমোনারায়ণায়

৭নং কুণ্ডু রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা
৬/৭/৩৩

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,

পরম মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। আমি গতকল্য পুরী হইতে এখানে আসিয়াছি। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে। আগামী ২৬ বা ২৮ আষাঢ় এখান হইতে কাশী যাইব ইচ্ছা করিতেছি। ওখানে কিরূপ গরম এক্ষণে আছে। জন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত থাকা সম্ভবপর হইবে কিনা এবং তোমাদের কি মত আমাকে পত্র পাঠ জানাইবে। অদ্য শ্রীমান শোভারাম ডাক্তার বাবাজীবনকে এই বিষয়ের জন্য পত্র দেওয়া হইল। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া আমায় অবিলম্বে পত্র লিখিবে। দেবেনবাবু ডাক্তার আজ আসিলে তাঁহারও সহিত এ বিষয় পরামর্শ করিব। তোমরা সকলে কে কেমন আছ ও আছে লিখিবে। শ্রীমতী বধূমাতা বালক বালিকা সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। ইতি

---

(প্রাপ্ত ৭ই জুলাই,) ১৯৩৩
৪ ধ্রুবেশ্বর

নমোনারায়ণায়

৭ নং কুণ্ডু রোড
২৭শে আষাঢ়

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। কেমন আছ। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। আমরা আগামীকল্য এখান হইতে রওনা হইয়া পরশু তোমাদের নিকট যাইব (বেনারস্ এক্সপ্রেসে)। আমি প্রত্যহ দই খাই। ঘরে গরুর দুধের চিনি না দিয়া দৈ পাতিয়া রাখিবে। যদি lactoel tablet দিয়া দৈ পাতাইতে পার ভালই। নচেৎ শুধুই দৈ পাতাইয়া রাখিবে। সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ প্রার্থনীয়। শ্রীমান শোভারাম বাবাজীবনকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিবে আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। আমরা সর্ব্বসমেত ১২ জন যাইতেছি। আমি ভাল আছি। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে।

---

( প্রাপ্ত ১২ই জুলাই, ১৯৩৩ )

৪ ধ্রুবেশ্বর।

ওঁ তৎসৎ

৩৩/৪/১৬
ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। গত রাত্রে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল অদ্য বেলা ৮টার সময় পাইলাম। শ্রীমতী বধূমাতা কেমন আছে। মাতার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। সকলে কেমন আছে, নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমান সতীশ বাবাজীবন পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে। তাহার পুত্র আসিয়া বলিয়া গিয়াছে। এখানে খুব বর্ষা পরিয়াছে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ২রা অগষ্ট, ১৯২৬ )
৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন

নমোনারায়ণায়

সন ১৩৩৩/২৮ বৈশাখ
২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সন্তোষ হইলাম। আমরা এখন এই স্থানে আছি। শ্রীমান বিধু, ভূষণ চট্টোপাধ্যায় বাবাজীবন এই বাড়ীটি আশ্রমের মত করিয়া দিয়াছে। ...... থাকা যাইবে কোন বিষয়ে কষ্ট হইবার কারণ নাই। অনেকেই আসিতেছে ও যাইতেছে। শ্রীমান কুঞ্জ বিহারী বাবাজীবন ছুটি লইয়া আসিয়াছে। দারর্জ্জিলিং যাইবার কথা হইতেছে। বাড়ী ঠিক হয় নাই। তোমার বোধ হয় ছুটী হইয়াছে। এখানে আসিতে পার আসিলে বেশ হইবে। বিজ্ঞানের যন্ত্রাদি অনেক তৈয়ার হইতেছে। সকলে কেমন আছ। শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা কেমন আছে। শ্রীমান সতীশ, রাধিকা, মুকুন্দ, সুরেন, ভূষণ, ছাতুলাল, গোপনারায়ণ, গিরিধারীলাল প্রভৃতি সকল বাবাজীবনরা কেমন আছে, নিজে কেমন আছ সমস্ত সংবাদ দিবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। কলিকাতায় কোন হাঙ্গামা নাই।

---

(প্রাপ্ত ১২ই মে, ১৯২৬) ৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন

নমোনারায়ণায়

সন ১৩৩৩/৩/১২

২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন

ভবানীপুর, কলিকাতা।

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সন্তোষ হইলাম। শ্রীমান গিরিধারী বাবাজীবন আম ও পত্র পাঠাইয়াছিল। কাচের জোগার হইলে উত্তম হইবে। বিজ্ঞানের শিক্ষার জন্য যে যন্ত্রের বিষয় লিখিয়াছিলাম তাহা আসিয়াছে। খুব সুবিধামত আসিয়াছে। যে যন্ত্রের মূল্য ৪৫০৲ ছিল তাহা ৫৩/৫৪৲ টাকায় আসিয়াছে। যদি বাঁধাইতে বল তাহা হইলে এখান হইতে বাঁধাইয়া লইয়া যাইতে পারি। পুরী, রথের সময় যাইবার ইচ্ছা কিছু ২ আছে। এখনও ঠিক হয় নাই। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। মুশৌরী কেমন যায়গা। জলবায়ু কেমন। এখানে শ্রীমান বিধু, দুর্গাকান্ত, যোগেশ, প্রকাশ, প্রভৃতি সকল বাবাজীবন ভাল আছে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ২৯শে জুন, ১৯২৬ )

৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন

নমোনারায়ণায়

সন ১৩৩৩/৩/২০
২০ নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা।

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। সকলে কেমন আছে। শ্রীমতী বধূমাতা কেমন আছে, নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। আমরা ২৫ আষাঢ় শনিবার পুরীধাম রথ দেখিবার জন্য এখান হইতে রওনা হইব। তোমার পুরী যাওয়া হইবে কি? উল্টা রথ পর্য্যন্ত থাকিবার ইচ্ছা আছে। শ্রীমান রাধিকা, মুকুন্দ, পূর্ণ, ভূষণ, ছাতু, প্রভৃতি সকল বাবাজীবন কেমন আছে। শ্রীমান গিরিধারী বাবাজীবন আসিয়াছে কি না সমস্ত লিখিবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমান গণপতি বাবাজীবন বাড়ী হইতে আসিয়াছে কিনা। শ্রীমান সতীশ বাবাজীবন এখানে আসিয়া অসুখ হইয়াছে। একটু ভাল আছে। শ্রীমান সুরেশ বাবাজীবন এসেছে শীঘ্র যাইবে।

---

(প্রাপ্ত ৭ই জুলাই, ১৯২৬)
৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন কাটিয়া পুরী ঠিকানা লিখিত।

ওঁ তৎসৎ

১৩/১০/১১
ধানবাদ

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। শ্রীমান রাজারাম বাবাজীর পত্রে অবগত হইলাম শ্রীমতী বধূমাতার অসুখ হইয়াছে। কেমন আছে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল কি না। তোমরা সকলে কেমন আছ। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। আমরা সকলে ভাল আছি। শ্রীমান সুরেন্দ্র, সতীশ, দুর্গাকান্ত, বিধু প্রভৃতি কেমন আছে। বোধ হয় খুব শীত পড়িয়াছে। এখানেও শীত খুব। পত্র পাঠ সংবাদ দিবে। অত্র পত্রে শ্রীমান রাজারাম, গোবিন্দ, আকুত বাবাজীবন আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইলাম। পত্র পাওয়ার পূর্ব্বে তোমার ১ম পত্রের উত্তর দিয়াছি। বোধ হয় পাইয়াছ।

---

( প্রাপ্ত ২৫শে জানুয়ারী, ১৯২৫ )

৬৫, সর্ব্বমঙ্গলা লেন

নমোনারায়ণায়

৭ নং কুণ্ডু রোড্
ভবানীপুর
১১ই বৈশাখ

আশীর্ব্বাদক, শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া সন্তোষ হইলাম। ডাক্তার এখান হইতে ১ মাসের মধ্যে কোথাও যাইতে নিষেধ করিয়াছে। সুতরাং ১ মাস কোথাও যাওয়া হইবে না। শ্রীমান শোভারাম ও অন্যান্য বাবাজীবনকেও বলিবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। আমি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল আছি। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। কোনও বিষয় চিন্তা করিবে না।

ইতি

---

কলিকাতা হইতে প্রেরিত ২৩শে এপ্রিল ১৯৩২, কাশীতে ৬৫ সর্ব্ব-মঙ্গলা লেনে প্রাপ্ত ২৪শে এপ্রিল ১৯৩২

# বিশুদ্ধবাক্যামৃত

( মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের নিকট লিখিত
পরমারাধ্যপাদ শ্রীশ্রী৺বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের পত্রাবলী )
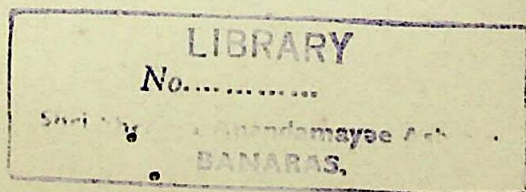
নমোনারায়ণায়

সন ১৩২৪ তাং ২৪শে পৌষ
বিশুদ্ধানন্দ কুটীর
কাশী সিটি
৫/২৮১ দিলীপগঞ্জ

আশীর্ব্বাদক, শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। চিন্তার কারণ নাই। আমরা সকলে আগামীকল্য সন্ধ্যায় ৪।৹ টায় যাইব। তাহার পূর্ব্বে সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত হইবে।

---

(প্রাপ্ত জানুয়ারী ১৯১৮)
বেনারস কালেজ

নমোনারায়ণায়

১৩২৫, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ
৭নং ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ীর নিকট প্রার্থনা করি। আবশ্যক দ্রব্য পাঠাই। প্রাপ্তি সংবাদ দিবে। কোথাও যাইতে হইলে মনে মনে জপ করিলেই হইবে। তাহাতেই কার্য্য হইবে। কোন বিষয় চিন্তা করিবে না। একটু ঠাণ্ডা পরিলেই তোমাদের নিকট যাইব। এখান হইতে পুরী যাইব। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ দিবে।

---

( প্রাপ্ত ২রা জুন, ১৯১৮ )

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ ধাম, ৺পুরী
তাং ২৫ চৈত্র, ১৩২৯

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সন্তোষ হইলাম। যাহা দেখিতেছ তাহাতে সকল বিষয়ই শুভের লক্ষণ ও শীঘ্রই যে প্রত্যক্ষ হইবে, যোগ সিদ্ধ হইবে, তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ। কারণ আমরা ক্রিয়ার সময় ঐরূপই দেখিতাম। কিছুদিন পরে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। অন্যান্য বিষয় সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। বাড়ীর সকলে কেমন আছে। শ্রীমতী বধূমাতা, বালক বালিকা সকলে কেমন আছে। শ্রীমান অন্নদা, রাম, রাধিকা, সতীশ, নরেন্দ্র, লীচু, বনা (?) প্রভৃতি সকল বাবাজীবন কেমন আছে, নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। আমরা সকলে ভাল আছি। মহাশঙ্খ বটিকার কি হইল? আসিবার সময় আনিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে। শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবনকে বলিবে কলিকাতা হইতে শীঘ্রই লোক যাইয়া সমস্ত বন্দবস্ত করিবে।

---

( প্রাপ্ত ১১ই এপ্রিল, ১৯২৩ )

নমোনারায়ণায়

সন ১৩৩৯ তাং ২৪শে মাঘ
২০ রূপনারায়ণ নন্দন লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। বৎস, তোমার প্রেরিত দুইখানি পত্র যথাসময়ে পাইয়া আনন্দিত ও দুঃখিত হইলাম। বাবাজীবন, যখন এক মহাশক্তি সগুণ, নির্গুণ, স্বাকার, নিরাকার এবং সকল প্রকারের রূপে নিত্য তখন বিকার নির্ব্বিকার ইহাও মহাশক্তি হইতে স্বতন্ত্র নহে। সুখ, দুঃখ হা-হতাশ যে দিকে, বুঝিতে হইবে এক মহাশক্তিই উত্তম অধম উভয় তত্ত্বের আস্বাদন ভোগ করিতেছেন। ঠিক কিনা? মন বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতির নেতা কে? তোমার পত্রের ভাবে তোমার ভাবান্তরের অবস্থা বোধ করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। শাস্ত্রাদি বিশেষরূপে পাঠ এবং তাহাতে অধিকারী হইয়া এবং ক্রিয়াও যথাসাধ্য করিয়াও ভ্রান্তির দুর্ভেদ্য আচ্ছাদনের আচ্ছন্ন ভাবের কথা কেন লেখ। জগতজননীর কৃপায় যাহা অন্যের

বোধে সহজে এসে না বা এসে নাই তাহার তোমার বিশেষ রূপে অধিকার হইয়াছে। অধিকারী হইয়াও জীবত্বের নিত্যত্ব ও নির্ম্মল জ্যোতি অনুভূত হইয়াও তাহাতে বিশুদ্ধ বিশ্বাস কেন হইতেছে না ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। চিন্তা কি? পিতা থাকিতে পুত্রদের কোন হতাশ বা অশান্তি হইবার কারণ দেখিনা। সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। আমরা ৩রা ফাল্গুণ বুধবার এখান হইতে রওনা হইয়া তোমাদের নিকট যাইব। শ্রীমান শোভারাম, সতীশ, প্রিয়গোপাল প্রভৃতি সকল বাবাজীবনেরা কেমন আছে, নিজে কেমন আছ, শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা সকলে কেমন আছে সমস্ত লিখিবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমান মাখনের বিবাহের কখন দিন স্থির হইল? শুভকার্য্য যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ )

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ ধাম, ৺পুরী
তাং ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার প্রার্থনা। পত্র পাইয়া সকল সমাচার বিস্তারিত অবগত হইলাম। বাড়ীর সকলে কেমন আছেন ও আছে? শ্রীমতী বধূমাতা ও ছেলেরা কেমন আছে? নিজে কেমন আছ? সমস্ত লিখিবে। কোন বিষয়ে চিন্তার কারণ দেখিনা। ক্রিয়া ঠিকভাবে করিয়া যাইলে কোন বিষয়ে অভাব থাকে না ও শরীরে কোন গ্লানি থাকিবে না, সকল বিষয়েই আনন্দ পাইবে। যে নাদ ধ্বনি উপলব্ধি করিয়া থাক ইহার পর যে অবস্থা আসিবে সেই অবস্থায় ব্রহ্ম ও মায়ার ভেদ দর্শন হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মের নিত্যত্ব ও মায়ার অনিত্যত্ব বেশ অনুভব করিতে পারিবে। তখন আর কোনরূপ সংশয় স্থান পাইবে না। এখানে উপস্থিত শ্রীমান হর-গোবিন্দ, ভিক্ষু, প্রকাশ, নৃপেন্দ্র, অরুণ, মহিমা, চারুর, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আছে। অনেকে এসেছিল। এখন এই কয়েকজন আছে। দুইজন যাইবে। জায়গা ভাল। কোন উৎপাত নাই। সকল বাবাজীবন-দিগকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে ও জানিবে। পত্রপাঠ পত্র দিবে।

---

( প্রাপ্ত ১৯শে মে, ১৯১৯ )

নমোনারায়ণায়

সন ১৩৩৮ তাং ৯ই ভাদ্র
বিশুদ্ধানন্দ কানন
পিশাচমোচন, বেনারস্ ক্যান্ট্

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। বৎস, পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। বিশ্বজননীর অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম ও ক্রিয়া সংযোগে দেহীর বিকাশ বশতঃ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূতশক্তি সম্পন্ন মানবীয় ভাব গূঢ় ভাবে ছয়টী বৃত্তি ও দ্বেষ দম্ভাদির আশ্রয়ে বাস করে, শত্রু সমূহ শরীরস্থিত মানবীয় ভাবের আকর্ষণে ও সঙ্গদোষে মন সর্ব্বদাই মায়ের কোলে থাকিয়াও শত্রুতে আকৃষ্ট। কিন্তু পুত্র, এরূপ অবস্থাতেও চিত্ত যন্ত্রণার ভাগী হইয়াও মায়ের সত্তা হইতে কখনই স্বতন্ত্র হয় না। কেন বাবা আশাশূন্য হইতেছ। আশাশূন্যের কারণ কি? কি দেখিলে বা কি হইল? জগদম্বার প্রকাশ জীবাত্মা নয় কি? জীবাত্মার প্রকাশ মন নয় কি? সূর্য্যের কিরণ, কিরণের উত্তাপ, উক্ত উত্তাপ যেমন জড়ীয় পদার্থ সকলকে স্পর্শ করে মনের

অবস্থাও তাই। চিৎ ও জড় উভয় শক্তির সন্ধিস্থানে পড়িয়া কখনও মানবীয় ভাবে ও কখনও দেবভাবে স্থিতি করিতে থাকে। শরীরের ভাব দেখে বিচার করিও না। যেমন ঘট ভেঙ্গে গেলে অখণ্ডব্যাপী আকাশ তেমনি মায়া ঘট ভেঙ্গে গেলে মাকে অনন্তব্যাপী সমভাবেই দেখিবে। চিন্তা কি? সময়ে ঠিক হইবেই হইবে। পিতা পুত্রের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

আমরা ১৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার এখান হইতে রওনা হইয়া ১৬ই ভাদ্র বুধবার বেনারস্ এক্সপ্রেসে পেঁাছিব। ১২ জন লোক সর্ব্বসমেত বোধ হয় থাকিব। আর আর সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। কলিকাতা হইতে যদি কোন দ্রব্য লইয়া যাইতে হয় লিখিবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমান শোভারাম, ভূষণ, প্রিয় প্রভৃতি সকল বাবাজীবনকে বলিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

(প্রাপ্ত ২৮শে অগষ্ট, ১৯৩১)

ওঁ তৎসৎ

৭নং কুণ্ডু রোড্
ভবানীপুর
৭ই ফাল্গুণ, ১৩২৯ সাল

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদিগের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইয়া সন্তোষ হইলাম। বৎস, যাহা দেখিতেছ তাহা মহাশক্তির ব্যাপার। সচরাচর মানবের চিন্তা শক্তি জড়ের অন্ধ শক্তিতে অন্ধীভূত হইয়া বিবিধভাবে ভ্রমণ করে। মহাশক্তি বিজ্ঞানতত্ত্ব ধরিতে সক্ষম হয় না। সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিতে স্থূলতা বোধ যে ভুলের কথা ও তদ্দ্বারা যে মহাশক্তির জ্ঞান সম্ভবে না এ বিষয়ে সহজে জানা যায়। মহাশক্তি জ্ঞান ও তাঁর চিন্তা উভয়েই প্রবল যোগে স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক পরিমিত পদার্থ কর্ত্তৃক চালিত নয়। উহাদের গতি মহাকাশভেদী একমাত্র মহাশক্তিতে। এই মহাবিজ্ঞান চিন্তার মধ্যবর্ত্তী আর কেহ নাই। ইহা মহাশক্তির কৃপাতে ফুটিয়া উঠে। মানব হৃদয়ে যদি সর্ষপ সদৃশ স্থানে পবিত্রতা থাকে তাহা হইলে অখণ্ড মহামায়াকে বিশুদ্ধভাবে চিন্তার যে জ্ঞান উক্ত জ্ঞানের উজ্জ্বল তেজে সকলপ্রকার পাপ তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা,

আসক্তির আবর্জনা প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া যায়। তখন হৃদয়ে মহাশক্তির জগৎশক্তির জ্ঞানামৃত প্রকাশ হইয়া কলুষিত সন্তপ্ত চিত্ত মহা আবরণ হইতে পরিত্রাণ পায়ই পায়। বাহ্যিক ব্যাপার সমস্ত ভুলিয়া যায়। মহামায়ার কৃপা বিজ্ঞান বলে 'মহাশক্তির মহাতত্ত্ব স্থূল জগতে আনিতে পারে। সীমাশূন্য মহাশক্তির মহাবিজ্ঞান আলোকে প্রাণে যে কি হয় যার হইয়াছে সেই জানে। ভাষা নাই ভাষা থাকিলে লিখিতাম। বেশ বুঝা যায় যোগ ও বিজ্ঞান ব্যতীত এ বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। বাবা, চিন্তার কারণ নাই, আরও খাট, তাহা হইলে আরও কত বিষয়ে জানিতে পারিবে।

পণ্ডিত শ্রীমান নারায়ণ শাস্ত্রী যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমার অমত নাই। সকলে কেমন আছ? সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। শ্রীমতী শতদল মাতা আমাকে একখানি পত্র দিয়াছে, বড়ই দুঃখের সহিত আমিও তাহাকে একখানি পত্র দিয়াছি *। শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবনের প্রেরিত নূতন আশ্রমের দ্রব্য বর্দ্ধমান আশ্রমে পাইয়াছি। দ্রব্যগুলি খারাপ হয় নি। নূতন আশ্রমের কার্য্য কতদূর কি হইল সমস্ত লিখিবে। কাশীতে গরম পড়িয়াছে কি না জানাইবে। পত্র পাঠ উত্তর দিবে।

---

* এই পত্রখানা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

( প্রাপ্ত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩ )

ওঁ তৎসৎ

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস　　　　　　　　　১৩৩৩, ২০ মাঘ
চিরায়ু,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　গুমো

বাবাজীবন, যিনি সকলের মঙ্গলপ্রদ এবং সকলের আধারে বর্ত্তমান এবং জ্ঞান ও নির্ব্বাণ মুক্তির মূল তাঁহাকে যিনি প্রসব করিয়াছেন তিনি তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সন্তোষ হইলাম। নলগুলির মাপ শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র হাজরা বাবাজীবন দিয়াছে। শ্রীমান নরেন্দ্র বাবাজীবন কুমারডুবী হইতে আসিয়া বলিল প্রতি নলে সাড়ে ছয় টাকা খরচ পড়িয়াছে। সেগুলির যাহাতে ভাল ব্যবস্থা হয় তাহার চেষ্টা করিবে ও শ্রীমান কামাক্ষা বাবাজীবনকে পত্র দিবে। শ্রীমান গণপতি বাবাজীবনের পিতার চক্ষের ঔষধ পাওয়া যায় নাই। ঔষধের জন্য পশ্চিমে পত্র দিয়াছি। পশ্চিম হইতে একখানি পত্র আসিয়াছে। তাহাতে অনেক বিষয় লেখা আছে। উপস্থিত তাঁহারা বিজ্ঞান মন্দিরের যাহা আমাদের আবশ্যক দুয়ারে (?) দিবার দিতে পারিবেন না। দিনকতক পরে দিবেন লিখিয়াছেন। এখন উক্ত দ্রব্যের মূল্য ৩৫০০০৲ টাকা অর্থাৎ সিকি মূল্য দিতে হইবে। পরে কার্য্য আরম্ভ করিয়া বক্রী টাকা দিতে হইবে। সাক্ষাতে সমস্ত হইবে। আসব যাহা ছিল ফুরাইয়া গিয়াছে। তেতালার দুয়ার-জানলার জন্য শ্রীমান বিধুভূষণ বাবাজীবন শনিবারে আসিবে। তাহাকে বলিয়া দিব। শ্রীমান বিধুভূষণ বাবাজীর নিকট

দুয়ার-জানলার মাপ ঠিক করিয়া পাঠাইলেই হইবে। ছোট বড় না হইয়া যায়। পশ্চিম হইতে যাহা লিখিয়াছিলাম ঠিক সে সবের বিষয়ে উত্তর পাই নাই। পুনরায় লিখিয়াছি উত্তর আসিলেই সংবাদ দিব। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। বাড়ীর সকলে কেমন আছে? শ্রীমতী বধূমাতার শরীর কেমন আছে। নিজে কেমন আছ? শ্রীমান কামাক্ষা, গণপতি, রামময়, সতীশ, শোভারাম, মনমোহন, গিরিধারী, ভূষণ প্রভৃতি সকল বাবাজীবনরা ও শ্রীমতী মাতারা কেমন আছে সমস্ত লিখিবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। আমরা গুমো হইতে ২ ফাল্গুণ কুমারডুবী যাইব। ওখানে ৬/৭ দিন বোধ হয় থাকিব। ওখান হইতে বর্দ্ধমান আশ্রম যাইব। ৺শিবরাত্রির পত্র সমস্ত পাঠান হইয়াছে। সকলকে দিবে। তেতালার রেলিংগুলি যাহাতে বসান হয় তাহার বন্দবস্থ করিবে। কাজ বাকি না থাকে। রেলিং ঢালা না পাইলে লোহার ছড় দিয়া বারান্দা সমাধান করিবে। রঙ্গ দিলেই ঠিক হইবে। সেখান হইতে............সমস্ত আসিলে কাজ আরম্ভ হইবে। চারিতালা করিতে বেশী সময় লাগিবে না। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭ )

প্রাণাধিক শ্রীমান গোপীনাথ কবিরাজ বাবাজীবন নিরাপদ দীর্ঘজীবেষু

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ ধাম, পুরী
তাং ১৪ই চৈত্র, ১৩২৯

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময়ী তোমাদের সকল বিষয়ে মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সকল সমাচার বিস্তারিত অবগত হইলাম। বৎস, এক মহাশক্তি ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই। মহাশক্তির শক্তির বিষয় যিনি বুঝাইয়া বা দেখাইয়া দেন তিনিই সদ্‌গুরু। মানুষ কখনই ভগবান হইতে পারে না। তোমরা বালক সেইজন্য সামান্য বিষয় লইয়া উতলা হও। যে বিষয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই জ্ঞানের অঙ্কুর হইয়া পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে। জ্ঞানের সূক্ষ্ম সীমায় উপনীত হইলে অদ্বৈত বাদ ব্যতীত দ্বৈতবাদ থাকিবে না। এক অবিনাশী চৈতন্যই নিত্য। অখণ্ড চিন্ময় মহাশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিক দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে গোল লাগে। শুষ্ক জ্ঞানের তীক্ষ্ণ চিন্তার উত্তাপে মহাশক্তির অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন। তাহার উপর আবার মানুষ ভগবান বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈত ভাব, তবে লোকে কি বুঝিবে? যে জ্ঞানে নিরীশ্বরবাদকে উপস্থিত করে ঐ জ্ঞানের ভিতরই ত অনাবৃত

তত্ত্বজ্ঞান আছে। তাহাতেই ত আবার মহাশক্তির স্থিতিভাব বুঝাইয়া দিতেছে। ভাবিয়া দেখ শুষ্ক জ্ঞান সু, কু ঘুচিয়া, সরল বিশ্বাসে বুঝিলে ঐ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান মহাশক্তি। মহাশক্তিই আবার জীবভাবে আপনাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। মধু ও মিষ্টতা যেরূপ একত্র জড়িত সেইরূপ তোমায় আমায় কিছু প্রভেদ নাই। কার্য্য করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে। অশান্তি থাকিবে না, থাকিতে পারে না। সকলে কেমন আছ। শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকারা কেমন আছে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমান্ ভিক্ষু ও ক্ষেত্র বাবাজীবন বোধ হয় গিয়াছে। তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ জানাইবে। শ্রীমান ক্ষেত্র বাবাজীবনকে বলিবে তাহার পত্র পাইয়াছি। পত্রানুযায়ী কার্য্য করা হইবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ২৮শে মার্চ্চ (?), ১৯২৩ )

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধানন্দ ধাম, পুরী
তাং ১৮ই চৈত্র, ১৩২৭

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। পিতা কখনই পুত্রকে ভুলে থাকে না। তোমার জন্য পুনঃ পুনঃ জ্ঞানগঞ্জে লিখিতেছি—হয় আপনারা শীঘ্র আরোগ্য করিয়া দিন, নয় আমায় অনুমতি দিন। কিছুই উত্তর দিতেছেন না। একবার অনুমতি পাইলে ব্যাধি আরোগ্য করিতে কতক্ষণ লাগে? বিষদাঁতহীন সর্প যেমন নেউলকে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকে আমারও তদ্রূপ হইয়াছে। বৈশাখ মাহায় আসা হইবে কি? শ্রীমান রাধিকা, নরেন্দ্র, সতীশ, ভূষণ প্রভৃতি সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। বাড়ীর সকলে কেমন আছে? অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে। নূতন আশ্রমের সংবাদ কি?

---

(প্রাপ্ত ২রা এপ্রিল, ১৯২১)

নমোনারায়ণায়

ভবানীপুর
তাং ২রা আশ্বিন, ১৩৩৯

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। পত্র পেয়ে দুঃখও হয় আনন্দ হয়। বৎস, একবার তোমার ন্যায় পুত্রের দেখা উচিত অভ্রান্ত মাতৃবোধ ও স্বাভাবিক মাতৃ জ্ঞান মধ্যে সহজ কোনটি ও প্রকৃত কোনটি। প্রথম ভ্রান্তিশূন্য জ্ঞানের ফল কি। যত শাস্ত্র যেই পাঠ করুক না কেন তত্ত্বজ্ঞানী হতে পারে না। শেষে বালকের ন্যায় সরল অবস্থায় আসিলেই জগজ্জননী জ্ঞানে অধিকার জন্মে। বালক প্রথমেও বালক পরেও বালক সমান। মধ্যে কেবল দ্বন্দ্ব। সরলতাই ব্রহ্মময়ীর পরিস্ফুট পথ। এ সরলতা কিসে আসে। কর্ম্ম। শাস্ত্র পড়িলে তাহা বোধ হয় না। যাহা করিতেছ আরও কর! নিশ্চয় প্রত্যক্ষ হইবে ও আভাষ বেশ হইতেছে। শিশু যেমন মাতৃগর্ভে একমাত্র অমৃত নাড়ীর রসে বর্দ্ধিত হইতে থাকে সেই বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে

তাহার চৈতন্য শক্তির প্রমাণ হয় না কি? জগজ্জননীর চিন্তার ও কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত নিত্য জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতেছে। কাহারও অপেক্ষা করে না। তাহারাই ধন্য। বৎস, সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ভিন্ন স্বর্গের তত্ত্ব এ জগতে কে আনিবে ও আনিল। যাহারা সর্ব্বদাই মহাশক্তির চিন্তা করে তাহারাই দেবকার্য্য ভাষায় প্রকাশ করে। তাহারা ভিন্ন আর কে করিবে? রোগ হইলে রোগী ভিন্ন তাহার যাতনা চিকিৎসক বুঝাইতে পারে না। বাবা, অপ্রভেদ মাতৃ চিন্তাতেই মাকে বেশ জানা যায়। তিনি যে জগত প্রসবিনী দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি যাহাই থাকুক স্বার্থ সঙ্কুল সংসার ও স্বর্গের ন্যায় শ্রীধারণ করিবেই করিবে চিন্তা কি? সকলে কেমন আছ, নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। আমরা পঞ্চমীর দিন এখান হইতে রওনা হইব।

---

( প্রাপ্ত ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ )

ওঁ তৎসৎ

১৩৩২, ১৭ই চৈত্র
২০ রূপনারায়ণ নন্দন লেন
ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময়ী তোমাদের সকল বিষয় মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। বৎস সকল শক্তির মূল যে শক্তি তিনিই প্রথম ও শেষ। সকল বিষয়ে তাঁর প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি শক্তি সঙ্কোচ করিলে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং বিচিত্র জগত সকল দেবদেবী যাহা কিছু আছে তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না, আর দৃষ্ট হইবে না। একমাত্র পূর্ণ পরমানন্দময়ী ব্রহ্মময়ী দ্বৈতাদ্বৈত নিত্য ও অনিত্য লীলায় সুখ, দুঃখ, হা-হতাশ, পিতাপুত্র, সেব্য সেবক, প্রভৃতি লইয়া মজার খেলা করিতেছেন। প্রয়োজন অপ্রয়োজন নিজেই জানেন আর যে তাঁহার বিষয় লইয়া আলোচনা করে সেই কিছু কিছু জানে। জীবাত্মা, স্বরূপ আত্মা, পরমাত্মা, স্থূল আত্মা, ভূস আত্মা প্রভৃতি যাহা আছে সবই সেই মহাশক্তি মায়ের ভাব। এভিন্ন আর কিছুই বোঝা যায় না বা নাই। বাবা, অসার যুক্তিতর্কে ত কিছু পাওয়া যায় না।

প্রত্যক্ষ জিনিসের আবার যুক্তিতর্ক কি? জগত্ প্রসবিনী প্রত্যক্ষ মা-যোগে ব্রহ্মাতীত মা-মহাভাব তত্ত্বের সার মর্ম্ম ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়ে সর্ব্বদাই গ্রহণ কর। বাহ্যিক ভাবের ভিতরে টলিয়া না পড়িয়া সর্ব্বদাই মাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হও। তাহা হইলেই সব হইবে। ক্রিয়া যেমন করিতেছ করিয়া যাও। আস্তে আস্তে বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। চিন্তা কি? কেমন আছ? শ্রীমতী বধূমাতা, বালক বালিকা সকল, শ্রীমান সতীশ, নরেন্দ্র, গণপতি, ভূষণ, ছাতুলাল, গিরিধারি লাল, রাধিকা, মুকুন্দ, সুরেন্দ্র, প্রভৃতি সকল বাবাজীবন কেমন আছে সমস্ত লিখিবে। শ্রীমান মাখন ও গতি আসাতে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল জানিনা। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। এখানকার সকলে ভাল আছে। আমি ভাল আছি। শ্রীমান বিধু বাবাজীবন একটী নূতন বাড়ী কিনিয়াছে। সেইটী ভাল করিয়া মেরামত করিয়া আমাদের থাকিবার জন্য দিয়াছে। এইখানেই আছি। সময় পাইলে আসিবার চেষ্টা করিবে। কেহ আসিতে ইচ্ছা করিলে আসিতে বলিবে।

---

( প্রাপ্ত ৩১শে মার্চ্চ, ১৯২৬ )

নমোনারায়ণায়

সন ১৩৩১, তাং ১৮ই ভাদ্র
বিশুদ্ধানন্দ ধাম, ৺পুরী

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। কতদিন পত্র পাই নি, সংবাদ প্রত্যহ পাই, তাই পত্র দিই না। তোমরা পত্র দাওনা কেন, কত রকমের কত চিন্তা করিয়া দেখিলাম সবই স্বপ্নবৎ। যেমন ওঠে, কাজ করে, আবার চলে যায়। যা যায় না তাই চিন্তা করিয়া কাজে আনা ভাল। তাতেই বলি বৎস! মহামায়ার চিন্তা করাই ঠিক ও প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ চিন্তার অবস্থাকে প্রত্যক্ষ বাদীরা গন্তব্য পথের সময়পাত বলিয়া বলেন। মহামায়ার চিন্তাই শ্রেষ্ঠ। তাহা ধ্যানী সাধকের দ্বারাই প্রকাশ। মা—চিন্তা রূপ বিশুদ্ধ যোগে মাকে প্রত্যক্ষ দেখিবার অধিকার জন্মে। অন্তর্দৃষ্টি পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায়। ইন্দ্রিয় সকলের দুষ্ট বন্ধন সকল ছিন্ন হয় এবং মর্ম্ম প্রবিষ্ট বাসনার গ্রন্থি সমূহ আলগা হইয়া যায় কাজেই চিত্তের বহির্মুখ দ্রুতগতি হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে। বহিশ্চিন্তার উত্তেজনায় স্বার্থ প্রলোভনপূর্ণ অলেহ্য সংসারের নানা পথে যাইতে আর আদৌ ইচ্ছা হয় না। উত্তম বৃত্তির প্রদর্শিত পবিত্র পথের অনুসরণে নীচ বৃত্তির বল সকল দুর্ব্বল হইয়া যায়। যোগী

নিজ কর্ম্মজনিত তৃপ্তি একেবারে ছাড়িয়া দেন এবং নিষ্কাম যোগ শক্তির আকর্ষণে অনাসক্ত বৈরাগ্যের সাধন সাহায্য যে কি তাহা বেশ বুঝিতে পারে। বাবা, যথাবিধি কার্য্য না করিলে মহাশক্তি মায়ের ঠিক তত্ত্ব বুঝা যায় না। ক্রিয়া অবস্থায়ই যোগীর বিশেষ পরীক্ষার স্থল। সম্মুখে যতই কেন পরীক্ষার প্রলোভন আসুক না কেন বিশ্বাসের জ্বলন্ত তেজে চূরমার হইয়া যাইবেই যাইবে। জীবজড়িত মায়ের খেলা বড়ই মজার ও মধুর। জগতময় এক মহামায়ের মহাশক্তি কার্য্য করিতেছে। অথচ নানাদ্রব্যে ও জীব বিশেষে শক্তি ভাব ক্রিয়াদির নিয়ম আলাদা। তাহাও খণ্ডন করা যায় না। অসীম ইচ্ছার নিয়ম কেমন সুন্দর। এসব দেখিয়াও মানুষ তাঁহার বিষয় অন্ধ হয়ে ঠিক গুরুআজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া পাশববৃত্তির অধীন হইয়া কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কি লিখিতে কত কি লিখিলাম বলিয়া হয়ত তোমার বাবাকে পাগল মনে করিবে। সকলে কেমন আছে। শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা সকলে কেমন আছে, নিজে কেমন আছ। শ্রীমান সতীশ, ভূষণ, সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র, রাধিকা, গোপনারায়ণ মাখন প্রভৃতি সকল বাবাজীবনদিগকে ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। আমরা ২৫শে ভাদ্র বুধবার এখান হইতে ভবানীপুরে যোগেশ বাবাজীর বাড়ী যাইব। অন্যান্য শুভ। তোমাদের সকলের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না।

---

( প্রাপ্ত ৬ই (?) সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ )

নমোনারায়ণায়

সন ১৩৩৮ তাং ২৩শে শ্রাবণ
২০নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইলাম। বৎস, সর্ব্বদাই সর্ব্বদুঃখ যিনি হরণ করেন অর্থাৎ জগদম্বার প্রতি লক্ষ্য রাখাই সিদ্ধ অবস্থা বলিয়া বোধ হয়। পরম মঙ্গলময়ীতে মনশ্চক্ষুর নিস্কলঙ্ক দৃষ্টি বা অবিনাশী চিন্তা এই প্রধান সোপান। যাহার মন দিগ্‌যন্ত্র শলাকার ন্যায় অবিচলিত ভাবে ত্রিতাপ হারিণীতে নিয়ত নিমগ্ন রহিয়াছে, শম, দম, তিতিক্ষাদির দ্বারা বেশী নানাচিন্তার যাতনা হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছে, জগজ্জননীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবিচ্ছিন্ন ধ্যানে একটুকু বিচ্ছেদ ঘটিলে ব্যাকুল হয় তাহারই উত্তম অবস্থা। নচেত বিলম্বের বিষয়। বাহ্যিক জগতের ভালবাসা, ঐশ্বর্য্যের ক্ষয়, স্বাস্থ্যের অভাব, এরূপ অবস্থার উপর অনাসক্ত হওয়াই নিশ্চয় সকল বিষয়েই জয়লাভ হয়ই হয়। বাবা, তোমার ন্যায় সন্তানকে আমার বেশী লেখা বৃথা! বাসনার দাসত্ব হইতে যতক্ষণ মুক্ত হইতে না পারা যায় ততক্ষণ

মর্ম্মঘাতিনীর অব্যর্থ আকর্ষণে অবিশ্রান্ত ঘুরিতে হয়ই হয়। যাহা করিতেছ আরও বেশী করে কর তাহা হইলেই মায়ের কৃপায় কোনরূপ বিঘ্ন বিড়ম্বনার আশঙ্কা থাকিবে না। তাঁকে ভাবিলে বাজে ভাবনার বিড়ম্বনা দূর হইবে। বুঝিতে পারিবে ত্রিতাপ হারিণীর দয়া কিরূপ। নির্ভর বিরুদ্ধ ক্রিয়াদির কার্য্য সমূহ যে সাধন পথের বিঘ্ন তাহা স্পষ্টই জানিতে পারিবে। চিন্তা কি ? সকলে কেমন আছে—শ্রীমতী বধূমাতা কেমন আছে। শ্রীমান মাখন, শোভারাম, ভূষণ, সকল বাবাজীবনরা কেমন আছে, নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। শ্রীমান ব্রহ্মপদ বাবাজীবনকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যজ্ঞোপবীত দিলেই হইবে। তাহা হইলে পূজা করিতে পারিবে। আমাদের যাওয়ার এখনও ঠিক হয় নাই। যাইবার পূর্ব্বে সংবাদ দিব। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। পুঃ জন্মাষ্টমীর ফর্দ্দ শ্রীমান ভূষণ বাবাজীবনের নিকট বোধ হয় আছে। সেই ফর্দ্দ অনুযায়ী দ্রব্যাদি খরিদ শ্রীমান প্রিয় বাবাজীবন ও ভূষণ দ্বারা আনিয়া রাখিলে ভাল। আমরা গিয়া সমস্ত টাকা দিব। আমরা কবে যাইব পরে জানাইব। থুভ (?) শ্রীমান শোভারাম বাবাজীবন আনাইয়া রাখে যেন। জন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণ পত্রগুলি পাঠাই, সকলকে দিবে ও শ্রীমান মনমোহনকেও পত্র দিবে ও যাহাকে যাহাকে অন্যত্র পত্র দিতে হইবে টিকিট দিয়া পাঠাইবে। গিয়া সমস্ত দিব।

---

( প্রাপ্ত ১১ই অগষ্ট, ১৯৩১ )

নমোনারায়ণায়

সন ১৩৩২ তাং ২১শে বৈশাখ
বিশুদ্ধানন্দ ধাম
৺পুরী

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন ! তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইলাম। বৎস, সমস্তই তাঁহার ইচ্ছা। উক্ত ইচ্ছাময়ীর প্রতি বিশেষ ইচ্ছা রাখিলে সকল বিষয়েই বেশ জানা যায়। উক্ত ইচ্ছাময়ীর কৃপা ব্যতীত কোন বিষয়েই কাহারও বুঝিবার শক্তি হয় না। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সমস্ত বিষয় বেশ বুঝিতে পারে। এতদিনে আমার পুত্রের দ্বারাই বুঝিলাম সে বিষয় আমার ধারণা ভুল ছিল। মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে কেন ? শুদ্ধ স্বভাবের ভাব ও গুণের বিষয় জানিতে চেষ্টা করে ও অনেক জানিয়াছে, জানিয়া মায়াজনিত দুষ্কর প্রলোভন হইতে নিস্তারের উপায় করিয়াছে ও করিতেছে। যাহাতে সম্পূর্ণ ত্রিতাপজনিত তাপ হইতে নিস্তার পায় আর না হয়

এইরূপ চেষ্টাকেই সম্পাদ্য জ্ঞান বলে। ইহাও দুই ভাগে বিভক্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান। যাঁর দ্বারা সৃষ্টি ও লয় হয় তিনি কে? কেন এরূপ করিতেছেন? ইত্যাদি জানার নাম জ্ঞান। ইহার পরাবস্থা সৃষ্টি লয় যিনি করেন তাঁহাকে যিনি করেছেন ঘোররূপিনী মহাশক্তি ব্যোমাতীত তাঁর বিষয় জানার নাম বিজ্ঞান।

বাবা, এসব বিষয় তুমি কিছু কিছু জান বলিয়াই লিখিলাম। জগত মিথ্যা এক তিনিই সত্য। তাঁর দেওয়া দ্রব্য তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অলেহ্য জগতের তীব্র তাপ অসহ্য ও কষ্টকর বলিয়া আপনার কন্যা পুত্রকে নিজধামে—যেখানে কুণ্ঠা নাই সর্ব্বদাই আনন্দ—লইয়া যান তাতে দুঃখের কি আছে? বরং তাঁকে বারবার ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত। তোমার মতন—জ্ঞানী ছেলে যদি প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব জানিয়াও মায়ায় অভিভূত হইয়া কর্ত্তব্যের ত্রুটী করে তাহা হইলে সামান্য লোকদিগকে কি বলা যাইতে পারে। প্রলোভন পূর্ণ জগতে সকলই আশ্চর্য্য। শ্মশান ভূমির ভীষণ দর্শনেও অসারকে সার ভাবে। প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করিয়া অসত্যের কতই আদর হইতেছে। তাই বলি যাহা ক্রিয়া করিতেছ আরও যাহাতে ভাল হয় শরীর যাহাতে ভাল থাকে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে থাক। শরীরকে অযথা কষ্ট দেওয়াও পাপ। সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতির সম্মুখে মায়া ও প্রলোভন কখনই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না। আসক্তি পূর্ণ হৃদয়েই উহারা স্থান পায়। চিন্তা কি? আমি সর্ব্বদাই তোমার নিকট যাই ও দেখি। পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের চিন্তা কি? কোন

বিষয়েই চিন্তার কারণ দেখিনা। জগতের বিচিত্রতা দর্শন কেবল মাত্র দৈহিক ভাবসম্ভূত। ইহা সমুদ্র বিশ্বের লীলা মাত্র। যখন সাক্ষাত হইবে সমস্ত বলিব ও শুনিব। সকলে কেমন আছ, শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা সকলে কেমন আছে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ৭ই মে, ১৯২৫ )

ওঁ তৎসৎ

১৩২৫, ২৯ চৈত্র
গোমো

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ু,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। ক্রিয়া ঠিকভাবে করিয়া যাইলে কোন বিষয়ের জন্য অশান্তি থাকিবে না। চিন্তা কি? আমি কেবল পরমারাধ্য গুরুদেবের অপেক্ষায় চুপ করিয়া আছি। পরে সমস্ত দেখা যাইবে। পিতার নিকট পুত্রের সকল বিষয় জানান কর্ত্তব্য। তাহাতে অপরাধ কি? সকলে কেমন আছে। বাড়ীর সকলে কেমন আছেন ও আছে, সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে। আমি এখান হইতে ১৩২৬, ২ বৈশাখ উঠিব, বর্দ্ধমান হইয়া ৩ বৈশাখ কলিকাতা যাইব। ওখান হইতে ৪/৫ই মধ্যে ৺পুরীধাম যাইব। তোমার ছুটী কখন হইবে? ওখানে যাইয়া পত্র দিব।

---

(প্রাপ্ত ১৪ এপ্রিল, ১৯১৯)

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধাশ্রম বর্দ্ধমান
তাং ৩০ শ্রাবণ, ১৩২৮

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সকল সমাচার বিস্তারিত অবগত হইলাম। বৎস, জীব ভ্রান্তির আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মহাশক্তির তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে না। বাস্তবিক অজ্ঞানতাই ইহার মূল কারণ। ইহাতে প্রকৃত বিশ্বাসকে বিদলিত করে। ভীষণ জটিলতায় সংশয় বাদকে রীতিমত পুষ্ট করে, মহাশক্তির অভ্রান্ত শক্তিকে আবরণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করে ও নানাপ্রকার তর্ক যুক্তি বিচার করিয়া মহাশক্তিকে ম্লান করিবার ইচ্ছা করে। পাগল পুত্র, সমদৃষ্টিরূপে হৃদয়ে কোষে চিত্তকে স্থির করিতে পারিলে অধ ঊর্দ্ধ উভয় দৃষ্টি সমান হইয়া যায়। ভ্রমোমুক্ত চিত্ত প্রতি ঘটনার মূলে মহাশক্তির আদেশ তত্ত্ব ঠিক ভাবে বুঝিতে পারে। ছেলে যেমন মায়ের কোলে মধুমাখা স্নেহ বাৎসল্য আনন্দে অভিভূত হইতে থাকে তেমনি অনন্ত কালের অনন্ত জননীর পূর্ণ স্নেহে ধ্যানস্থ চিত্ত

ডুবিয়া যায়। স্বর্গীয় অসীম ভাবাবেশে ধ্যানের জীবন্ত জ্যোতি প্রকাশ পায়ই পায়। তীব্র তাপের তীব্র শক্তি প্রেমাকর্ষণে শীতল হয়। তখন সেই অনন্ত মহাশক্তি মায়ের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। চক্ষের পলককাল তাঁর বিচ্ছেদ হইলে চক্ষের জলে সমস্ত শরীর ভাসিয়া যায়। নিবিড় অন্ধকারই গন্তব্য পথের সহায়। মায়ের নামই একমাত্র আশ্রয়।

সকলে কেমন আছ লিখিবে। শ্রীমান রাধিকা, ভূষণ, সতীশ প্রভৃতি কেমন আছে ও শ্রীমতী বধূমাতা কেমন আছে লিখিবে। সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। নূতন আশ্রম লওয়া সম্বন্ধে যোগেশ বাবাজীবনের পত্রে অবগত হইবে। ৺কাশীধামে এখন গরম কিরূপ ও তথায় এখন যাওয়া চলিবে কি না লিখিবে। এখানকার শুভ, তোমাদের শুভ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ১৭ই অগষ্ট, ১৯২১ )
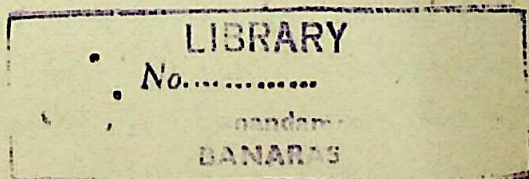
ওঁ তৎসৎ

৩৩/১১/২১
বিশুদ্ধাশ্রম, বর্দ্ধমান

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, চিদানন্দরূপা সর্ব্বদেবময়ী তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। চিন্তা করিবে না। বিজ্ঞান মন্দির হইলেই সকল বিষয়েই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সকলে কেমন আছে, নিজে কেমন আছ। শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা কেমন আছে। শ্রীমান সতীশ, কামাক্ষ্যা, ভূষণ, ছাতুরাম, শোভারাম, বিজয়, কেমন আছে সমস্ত লিখিবে। শ্রীমান গণপতি বাবাজীবন প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। পুত্রদের মঙ্গলের জন্য পিতা সর্ব্বদাই যাবতীয় জগতের প্রসবকর্ত্রীর নিকট বিশেষরূপে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ত্রিলোকবন্দিতে জগজ্জননী পুত্র কন্যাদের মঙ্গল করিবেনই করিবেন। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ৭ই মার্চ, ১৯২৭ )

নমোনারায়ণায়

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস　　　১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫
চিরায়ু,　　　২০নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—　　　ভবানীপুর, কলিকাতা

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকটে প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট।

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। যত শীঘ্র পার আসিবার চেষ্টা করিবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। এখানে আসিলে শরীর সারিয়া যাইবে। কাশীতে থাকিলে এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবে না, কারণ পুনঃ পুনঃ তোমার শরীর অসুস্থ হইতেছে। শ্রীমতী বধূমাতা, তোমার কন্যা, অন্যান্য বাবাজীবনরা, আশ্রমের সকলে কেমন আছে জানাইবে। এই মাসের শেষ লাগাত আমরা পুরী আশ্রমে যাইব। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। এখানকার সকলে ভাল আছে। শ্রীমান যাজ্ঞিক এখানে আসিয়াছিল। তোমাকে পত্র দিয়াছে বোধ হয় পাইয়া থাকিবে। শ্রীমান গণপতি বাবাজী আসিয়াছে কি না? ওখানে গরম কেমন? বৃষ্টি হইয়াছে কিনা?

---

এই পত্রের সঙ্গে ননীদাদা ও ৺দুর্গাকান্ত দাদা লিখিয়াছেন।

১। ননীদাদার পত্র—

অত্রপত্রে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাদা নমস্কার জানিবেন। শ্রীযুক্ত ভূষণ দাদাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবেন যে তাঁহার পত্র পাইয়াছি এবং সে পত্রও বাবাকে দেখাইয়াছি। বিজ্ঞান মন্দিরের নীচের হল ঘরে

অর্থাৎ যে ঘরে বাবা বসিয়া থাকেন তাহার লম্বা ও চওড়া কত আপনি নিজে মাপিয়া আনিবেন কারণ ভূষণ দাদার মাপ সময় সময় ভুল হয়। সেইজন্য আপনাকে লিখিলাম। বাবা আপনাকে এখানে শীঘ্র আসিবার জন্য বলিলেন। আশ্রমের বড় ফটক লোহার প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সপ্তাহের শেষে বা আগামী সপ্তাহের প্রথমে বোধ হয় পাওয়া যাইবে। উহা প্রস্তুত হইয়া গেলে কাশীতে কাহার নামে পাঠাইব? ভূষণ দাদাকে রেলওয়ে রসিদ পাঠাইলে তিনি ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট-ষ্টেশন হইতে লইয়া আনিতে পারিবেন কি? উহার ওজন প্রায় ৮৷৷০ মণ হইবে। আপনাদের সকলের কুশল সংবাদ দানে সুখী করিবেন।

ইতি

বিনীত শ্রীননিলাল মুখোপাধ্যায়।

---

২। দুর্গাকান্ত দাদার পত্র.

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

গোপীদাদা,

বিস্তারিত পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের পত্রে অবগত হইবেন। আপনার ওখানে পুনঃ পুনঃ অসুখ হইতেছে, সুতরাং আপনি অতি শীঘ্র এখানে চলিয়া আসিবেন। আর কাল বিলম্ব করিবেন না। জ্ঞানগঞ্জের চিঠি সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত অবগত হইতে পারিবেন। ভরসা করি সকলে ভাল আছে।

প্রণতঃ শ্রীদুর্গাকান্ত

---

( প্রাপ্ত ১৬ই মে, ১৯২৮ )

ওঁ তৎসৎ

১৩৩৪, ১৯ ভাদ্র
ভবানীপুর

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল.........(?) পরমাদেবীর নিকট প্রার্থনা করি। সকল বিষয়ে তিনি শুভ করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইয়া সন্তোষ হইলাম। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। আমাদের যাওয়ার এখন ঠিক হয় নাই। ঠিক হইলে সংবাদ দিব। সকলে বেশ ভাল আছে, আমিও ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? শ্রীমতী বধূমাতা ও শ্রীমান মাখন কেমন আছে? অন্যান্য সকল বাবাজীবনরা কেমন আছে? শ্রীমতী সুধা কেমন আছে? সকল বাবাজীবন ও মাতারা কেমন আছে? সমস্ত লিখিবে। আশ্রমের সংবাদ কি? এখান হইতে কতগুলি জিনিষ রেলে পাঠান হইবে। রসিদ তোমার নিকট যাইবে। জিনিষগুলি আনাইয়া রাখিবে। বিজ্ঞান মন্দিরের তার প্রভৃতি খাটাইতে হইবে। এবার আশ্রমে ৺শ্রীশ্রীদুর্গামাতার পূজার জন্য সকলে মনস্থ করিয়াছে, হইবে। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। সকল বাবাজীবনকে ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে।

---

( প্রাপ্ত ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ )

নমোনারায়ণায়

১৩৩৯, তাং ২১শে বৈশাখ
রূপনারায়ণ নন্দন লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া বিস্তারিত সমস্ত অবগত হইলাম। আমার পুরীধামে যাইবার এখনও দিন স্থির হয় নাই। সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে যাওয়া হইতে পারে। তোমার কার্য্য শেষ হইলে এখানে আসিবে। এখান হইতে সকলে একসঙ্গে পুরী যাওয়া হইবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। বাটীর সকলে, শ্রীমতী বধূমাতা বালক বালিকারা সকলে কেমন আছে। নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। শ্রীমান শোভারাম বাবাজীবন এবং অন্যান্য বাবাজীবনেরা কেমন আছে লিখিবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। জীবনচরিত ছাপা হইতেছে শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। যত শীঘ্র ছাপা শেষ হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবে। যদি ছাপা শেষ হইয়া যায়

তাহা হইলে কতকগুলি পুস্তক এখানে বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসিতে পারিলে ভাল হয়। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

## ননীদার পত্র

—০—

অত্র পত্রে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাদা আমার নমস্কার জানিবেন। পুরী যাইবার পূর্ব্বে আপনার এখানে যদি আসা হয় তবে বিক্রয়ের জন্য তৃতীয় ভাগ জীবনচরিত ২৫খানি হইতে ৪০ খানি যাহা আনা সুবিধা বোধ করেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আনিবেন। কারণ সমস্ত পুস্তক বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শোভারাম দাদাকে আমার নমস্কার জানাইবেন। তাঁহাকে দুইখানি পত্র দিয়াছি এখনও উত্তর পাই নাই। প্রিয় দাদা এখানে আছেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে শোভারাম দাদা আমাকে পত্রের উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে কোন পত্র পাই নাই। যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা করিতে বলিবেন। আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনীয়। আমি পুনরায় কিছুদিন অসুখে ভুগিয়াছিলাম। উপস্থিত ভাল আছি। কি লাগাইত এখানে আসা হইবে জানিতে পারিলে সুখী হইব।

ইতি

বিনীত শ্রীননীলাল মুখোপাধ্যায়,

---

( প্রাপ্ত ৫ (?) ই মে, ১৯৩২ )

নমোনারায়ণায়

সন ১৩৩৬ সাল তাং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ
২০নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন
আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ভবানীপুর, কলিকাতা

চিরায়ু,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। হরিদ্বার যাওয়াতে বড় সন্তোষ হইলাম। তোমার ছুটী হইয়াছে বোধ হয়। কখন লাগাত কলিকাতায় আসিবে? এখান হইতে একত্রে ৺জগন্নাথ যাওয়া যাইবে। রথের দুই চারিদিন পূর্ব্বে যাইবার মনস্থ করিয়াছি। তোমার পত্র পাইলে সমস্ত ঠিক করা যাইবে। শ্রীমান কানাইলালকে আশ্রম হইতে পত্র দিয়াছি, তাহার বেতনের জন্য। মাসিক দশ টাকা তাহার বেতন। তুমি ঐ টাকা তাহাকে দিবে। তুমি এখানে আসিলে তোমাকে ঐ টাকা দেওয়া হইবে। সকলে কেমন আছ? শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকা সকলে কেমন আছে? নিজে কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। শ্রীমান শোভারাম বাবাজীবনকে একখানি পত্র দিয়াছি। বোধ হয় পাইয়াছে। ঠাকুর বাড়ীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে দেবতাদের কোনরূপ ত্রুটী না হয়। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে।

---

( প্রাপ্ত ৩১শে মে, ১৯২০ )

নমোনারায়ণায়

বিশুদ্ধাশ্রম, বর্দ্ধমান

তাং ২৭শে মাঘ, ১৩৩২ সাল

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ুঃ,—

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, তোমাদের মঙ্গল পরম মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। প্রেরিত টাকা শ্রীমান গিরিধারী বাবাজীবনের মারফত অদ্য পাইলাম। অদ্যই জ্ঞানগঞ্জে তোমার মায়ের কারণ একশত টাকা সমস্ত লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম। উক্ত সময় কিছু কুমারী তোমার মায়ের জন্য খাওয়াইয়া দিবে। পরে তোমার মাতার নামে একটী বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেই খুব ভাল হইবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। শ্রীমতী বধূমাতা ও বালক বালিকারা কেমন আছে ? শ্রীমান সতীশ, গণপতি, ভূষণ, ছাতুলাল, মুকুন্দ, সুরেন প্রভৃতি সকল বাবাজীবনরা ও শ্রীমতী মাতারা কেমন আছে। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। আমরা সকলে ভাল আছি। কলিকাতা যাইবার এখনও ঠিক হয় নাই। শ্রীমান ভূষণ ও ছাতু বাবাজীবনকে বলিবে প্রেরিত পেঁপে প্রভৃতি সমস্ত পাইয়াছি। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ )

ওঁ তৎসৎ

বিশুদ্ধানন্দ ভবন, ঝাল্‌দা
( মানভূম )
সন ১৩২৮ সাল ২রা চৈত্র·

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ু,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সকল সমাচার বিস্তারিত অবগত হইলাম। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। প্রেরিত বধূমাতার যন্ত্রটী পাইলাম। শীঘ্রই সংস্কার করিয়া তাহা পাঠাইব। পদ্মবীজের মালা এখানে পাইবার খুব সম্ভব। যদি পাই ঠিক করিয়া পাঠাইয়া দিব। যদি না পাই পুরীতে গিয়া দিব। পুরীধামে তুমি যখন যাইবে আবশ্যকীয় বটিকা সঙ্গে লইয়া যাইবে। তোমার জন্য স্ফটিক রাখা হইয়াছে সেখানে দেওয়া যাইবে। আমরা বৈশাখ মাসের প্রথমে গুডফ্রাইডের ছুটিতে বোধ হয় পুরী যাইব তৎপূর্ব্বেও হইতে পারে। কাশীর নূতন আশ্রমের জন্য শ্রীমান ভিখু ও ক্ষেত্র বাবাজীবন শীঘ্র যাইবে। শ্রীমান সুরেন্দ্র বাবাজীবন ধূপ পাঠাইয়াছে তাহা পাইলাম। সেখানকার সকল বাবাজীবনদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। ১৭ই চৈত্রের পর এখান হইতে উঠিব এইরূপ মনস্থ করিয়াছি। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে।

---

( প্রাপ্ত ১৮ই মার্চ, ১৯২২ )

ওঁ তৎসৎ

২৮/১০/১৭

ধানবাদ

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ু,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পিতা কখনও পুত্রকে ভুলে যায় কি? নিজে নিজে দেখিলেই হয়। সকলে কেমন আছ? শ্রীমতী বধূমাতা বালক বালিকা কেমন আছে? শ্রীমান সুরেন্দ্র, সতীশ, ভূষণ প্রভৃতি সকল বাবাজীবন কেমন আছে? শ্রীমতী মাতা সকলে কেমন আছে? সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। শ্রীমান রাধিকা বাবাজীবনের পত্র পাইলাম। নূতন আশ্রমের ভাড়াটিয়া শীঘ্র উঠিবে লিখিয়াছে। সকলেই লক্ষ্য রাখিবে। ভাড়াটিয়া উঠিলেই রাধিকা বাবাজীবন সংবাদ দিবে। স্ফটিক আসিয়াছে। দীক্ষার অনুমতি এখনও কাহারও আসে নাই। মহাশঙ্খ বটিকার কি হইল? একবার আসিতে পার ত চেষ্টা করিবে। নচেত শিবরাত্রির সময়। অন্যান্য শুভ। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

(প্রাপ্ত ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২)

ওঁ তৎসৎ

বিশুদ্ধাশ্রম, বর্দ্ধমান
১৩৩৯/৯ই অগ্রহায়ণ

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ু,

বাবাজীবন, পরম মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার আনন্দ। কয়েকদিন তোমার পত্র পাই নাই। সকলে কেমন আছে, নিজে কেমন আছ, শ্রীমতী বধূমাতা কেমন আছে, নিজে কেমন। শ্রীমান শোভারাম বাবাজীবন কেমন আছে, সমস্ত লিখিবে। আমরা শীঘ্রই এখান হইতে বণ্ডুল আশ্রম যাইব। সকল বাবাজীবন ও মাতাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ২৭শে নভেম্বর, ১৯৩২ )।

নমোনারায়ণায় ৭নং কুণ্ডু রোড
ভবানীপুর, কলিকাতা

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ৭ই বৈশাখ

চিরায়ু,

বাবাজীবন, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সন্তোষ হইয়াছি। কেমন আছ এবং বাড়ীর সকলে কেমন আছে। শ্রীমান মাখন কেমন আছে। তাহার পত্র পাইয়াছি। তোমার শারীরিক অবস্থা কিরূপ? সমস্ত লিখিবে। কোনও বিষয়ে চিন্তার কারণ নাই। সমস্তই মঙ্গলময়ীর ইচ্ছা। তাঁহার প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিলে দুস্তর সংসার মরুভূমি অতিক্রম করিতে কোনই কষ্ট পাইতে হয় না। যে তাঁহার প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখে তাহার আবার কিসের চিন্তা? ক্ষীণ বস্তু সবল হইতে বেশী সময় যায় না। আবার সবল বস্তু ক্ষীণ হইতে বেশীক্ষণ যায় না। অতএব সে বিষয়ের আলোচনা বিশেষ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। সকল বাবাজীবনরা ও মাতারা কেমন আছে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। এখানে সকলেই ভাল আছে। আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছি। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ২৩ এপ্রিল )

চিঠির মধ্যে মাসের ইঙ্গিত থাকিলেও সনের উল্লেখ নাই। তবে ইহা ৭নং কুণ্ডু রোড হইতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া একটী ব্যাপক সময়ের অনুমান করা যাইতে পারে।

নমোনারায়ণায়

২০নং রূপনারায়ণ নন্দন লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা
২৬শে চৈত্র, ১৩৩৮

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরায়ু,

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন, পরম মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার পরম ইষ্ট। শ্রীমান গিরিধারী লাল বাবাজীবনের মারফত তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। শ্রীমান হিমাংশু বাবাজীবনকে বিবাহ সম্বন্ধে কোন পত্র দিই নাই। সে আমাকে বলিয়াছিল যে, সে বিবাহ সম্বন্ধে একখানি পত্র পাইয়াছিল তাহাতে টাকা সম্বন্ধে যেরূপ লেখা হইয়াছে ঐরূপ ব্যয় করিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া তাহার পক্ষে ক্ষমতাতীত। অতএব এ সম্বন্ধে তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাকে সমস্ত খুলিয়া লিখিবে এবং তাহার নিকট হইতে যেরূপ উত্তর পাও আমাকে জানাইবে। শ্রীমতী বধূমাতা, বালক বালিকা সকলে কেমন আছে, তুমি কেমন আছ সমস্ত লিখিবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়।

---

( প্রাপ্ত ১০ই এপ্রিল, ১৯৩২ )

Sreeman Gopinath Kaviraj

৬৫, নং সর্ব্বমঙ্গলা লেন

# পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

বিশুদ্ধাশ্রম
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

My dear Gopidada,

আপনার গতকল্যকার তার অদ্য পাইলাম। রবিবার জন্য অদ্য তার দেওয়া হইল না। তথায় কলেরা জন্য গ্রামের লোক তাঁহাকে আটক করিয়াছেন, আসিতে দেন নাই। উপস্থিত তথায় আর কলেরা হয় নাই। খুব সম্ভব বাবা ২/১ দিন মধ্যে এখানে আসিবেন। তবে এ সম্বন্ধে ঠিক বলিতে পারি না। একখানা পত্র ২/৩ দিন পূর্ব্বে দিয়াছিলেন। ৬ই ৭ই নাগাদ যাইব লিখিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া কতদিন থাকিবেন তাহা বলিতে পারি না। খুব সম্ভব বেশী দিন এখানে থাকিবেন না। কলিকাতা প্রভৃতি যাইবার কথা আছে। কি করিবেন তিনিই জানেন। বাকি মঙ্গল। আপনাদের কুশল দিবেন।

ইতি

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

---

( প্রাপ্ত ২১শে মে, ১৯১৮ )

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

বিশুদ্ধাশ্রম
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

My dear Gopidada,

আপনার গতকল্যকার তার অদ্য পাইলাম। রবিবার জন্য অদ্য তার দেওয়া হইল না। তথায় কলেরা জন্য গ্রামের লোক তাঁহাকে আটক করিয়াছেন, আসিতে দেন নাই। উপস্থিত তথায় আর কলেরা হয় নাই। খুব সম্ভব বাবা ২/১ দিন মধ্যে এখানে আসিবেন। তবে এ সম্বন্ধে ঠিক বলিতে পারি না। একখানা পত্র ২/৩ দিন পূর্ব্বে দিয়াছিলেন। ৬ই ৭ই নাগাদ যাইব লিখিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া কতদিন থাকিবেন তাহা বলিতে পারি না। খুব সম্ভব বেশী দিন এখানে থাকিবেন না! কলিকাতা প্রভৃতি যাইবার কথা আছে। কি করিবেন তিনিই জানেন। বাকি মঙ্গল। আপনাদের কুশল দিবেন।

ইতি

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

---

( প্রাপ্ত ২১শে মে, ১৯১৮ )

ওঁ তৎসৎ

২৭/১২/২৯
পুরী

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস
চিরায়ুঃ,
পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু—

বাবাজীবন ! মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার বিস্তারিত অবগত হইয়াছি। কোন বিষয়েই চিন্তার কারণ দেখা যায় না। জীবমাত্রেই মহাশক্তির কৃপাতেই আকর্ষিত হইয়া বিশুদ্ধ তত্ত্ব বস্তুর অধিকারী হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকে। সেই মহাশক্তি কি উপায়ে পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা যে না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করে পথভ্রষ্ট পথিকের মত তাহাকে কষ্ট পাইতে হয়। চিন্তা কি ? কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। তোমারও অনুমতি আসিয়াছে। পরে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইবে। যেন লেখা পড়ার বিষয় অবহেলা করিও না। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ দানে সন্তোষ করিবে।

---

( প্রাপ্ত ১৪ই এপ্রিল, ১৯২১ )

To Sreeman Surendranath Mukherjee
C/o. Sjt Gopinath Kaviraj

ওঁ তৎসৎ

২৯/১০/২১
ধানবাদ
জেঃ মানভূম

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরজীবাষু,

মা, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সকল সমাচার বিস্তারিত অবগত হইলাম। যে ক্রিয়া দিয়াছি আদেশ মত ঠিক করিলে কোন বিষয়েই অভাব ও চিন্তার কারণ থাকিবে না। যাহাতে ক্রিয়া ঠিক ভাবে হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে থাক। বৃথা খারাপ কার্য্য বা খারাপ চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নয়। জগতে ধর্ম্মই প্রধান জিনিষ, ধর্ম্মরূপ কল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহার কোন দ্রব্যের অভাব থাকে না। সর্ব্বদাই পরমানন্দ ভোগ হয়।

২। কাশীতে যখন প্রথমে যাও তখন তুমি বলেছিলে, "বাবা, আপনাকে আমি আত্ম সমর্পণ করিলাম।" যখন আত্ম সমর্পণ করেছ তখন তুমি তোমার বাবার; তুমি বলে কিছু নাই। আমি যাহা উপদেশ দিতেছি সেইমত কার্য্য তোমায় করিতেই হইবে। তাহা হইলে কোন বিষয়েই অশান্তি থাকিবে না। কোন চিন্তা করিবে না, কোন বিষয় গোপন করিবে না। কি তোমার কষ্ট হইতেছে সমস্ত লিখিবে। অন্যান্য শুভ, তোমাদের শুভ সংবাদ প্রার্থনীয়। এই ঠিকানায় পত্র দিবে, বিশুদ্ধাশ্রম, বর্দ্ধমান।

---

( প্রাপ্ত ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩ )

এই পত্রখানা গুরুভ্রাতা সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী শতদলবাসিনী দেবীকে লিখিত।

নমোনারায়ণায়

৩০/১০/২৯

ধানবাদ

আশীর্ব্বাদক শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

চিরজীবাষু,

মা, মঙ্গলময়ী তোমাদের মঙ্গল করুন, এই আমার ইষ্ট। পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। স্থবর্ণ বসন্তমালতী আজতক আসিল না। সেইজন্য ...... ভস্ম পাঠাই। ইহাতে সকল রোগের উপশম হয়। খুব ভাল ঔষধ। এই ভস্মকে ১৪ ভাগ করিতে হইবে। অন্নুদয়ে ও অস্তে খাইতে হইবে। দিন তুইবার খাইয়া যদি একদিন তুদিনে ব্যারাম উপশম হয় তাহা হইলে প্রতিদিন একবার অন্নুদয়ে খাইতে হইবে। ৫/৬ দিন খাইয়া যদি সম্পূর্ণ ব্যারাম সারিয়া যায় তাহা হইলে আর ভস্ম খাইবার প্রয়োজন হইবে না। ভস্ম খাইবার অনুপান আদার রস ৩০ ফোঁটা, তুলসীপাতার রস ৩০ ফোঁটা, গঙ্গাজল অর্দ্ধ ছটাক একত্রে মিশ্রণ ঔষধসহ করিয়া খাইতে হইবে, প্রতিবারে এইরূপ। ঔষধ খাওয়া কালীন মাছ খাইতে পাইবে না।

দুধ ও ভাল ঘৃর্ত খাইতে পাইবে। রাত্রে ভাত খাইবে না। লুচী কিম্বা সূজির রুটি খাইবে। ঔষধ ব্যবহার করিয়া কেমন থাক সংবাদ দিবে। বাড়ীর সকলে কেমন আছে। বালক বালিকা সকলে কেমন আছে। সমস্ত লিখিবে। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও জানিবে। আমি এখন হইতে ৫ ফাল্গুণ বরাকর ষ্টেশন মাষ্টারের...... যাইব। এই ঠিকানায় পত্র দিবে। জেলা বর্দ্ধমান। শীঘ্র পত্র দাও ত' এইখানে দিবে।

---

( প্রাপ্ত ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ )

এই পত্রখানা শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী
শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবীকে লিখিত

পরম কল্যানীয়া শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী মাতা নিরাপদ দীর্ঘজীবাষু
শ্রীমান গোপীনাথ কবিরাজ বাবাজীবনের বাসা
৪১নং কালিয়া গলি, ৺কাশীধাম